ত্রিপুরা তথ্য আয়োগ

TRIPURA INFORMATION COMMISSION

RTI-transparency in governance

তথ্যের আবেদনকারীদের সুবিধার জন্য
ত্রিপুরা তথ্য আয়োগ থেকে প্রকাশিত

“Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow. The important thing is not to stop questioning”.

-- Albert Einstein

“কালকের তথ্য থেকে শেখো, আজকেরটা নিয়ে বাঁচো, আর আগামীকালের আশায় থাকো। মূল কথা, প্রশ্ন করে জানা থেকে বিরত থেকো না।”

-- এল্‌বার্ট আইনস্টাইন

তথ্যের অধিকার আইনের প্রেক্ষাপট

তথ্য জানার অধিকার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন আইন যা ভারতবর্ষের গনতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে আরও সমৃদ্ধশালী ও দৃঢ়ভিত্তির উপর স্থাপন করেছে। ভারতের সংবিধানের পর তথ্যের অধিকারই একমাত্র আইন যা দেশের সমস্ত নাগরিকের জীবন যাত্রায় প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছে।স্বাধীনতার ৫৮ বৎসর পর ২০০৫ সালে প্রশাসনে স্বচ্ছতা আনার লক্ষ্যে যেদিন নাগরিকের তথ্য জানার অধিকার আইনের স্বীকৃতি পায়, ভারতীয় জনজীবনে সেদিন থেকে এক নুতন যুগের সূচনা হয়েছে।

ব্রিটিশ শাসনের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অফিসিয়্যাল সিক্রেসি এ্যাক্ট ১৯২৩ দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসনের মানসিকতায় সরকারি তথ্য থেকে সাধারণ নাগরিকদের দূরে সরিয়ে রাখার বদ্ধমূল ধারনা গঠন করে রেখেছিল। সেই মানসিকতাকে সম্পূর্নভাবে নস্যাৎ করে, তথ্যের অধিকার আইন সাধারন নাগরিকদের কাছে সরকারের দায়বদ্ধতাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আজ ভারতের সংবিধানকে যখন রাষ্ট্রের হৃদয় মনে করা হয়, তখন তথ্যের অধিকার আইন ভারতীয় গনতন্ত্রের ধমনী ও শিরা-উপশিরা। প্রতিমুহূর্তে পরিশ্রুত রক্ত সরবরাহ করে যা দেহ ও মনকে কর্মক্ষম, শক্তিশালী ও সতেজ রেখে চলেছে।

সুশাসনের দৃষ্টান্ত স্থাপনে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষ এক অগ্রণী ভুমিকা পালন করে আসছে। সম্রাট অশোকের প্রজা বৎসল নীতি কিংবা শের শাহের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত আজও অনুসৃত হয়ে চলেছে। সর্বোপরি, শাসন নীতিতে কৌটিল্যের (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০-২৮৩) অর্থশাস্ত্র এক প্রজাবৎসল ও পিতৃপ্রতিম সম্রাট বা প্রশাসকের নীতি স্থাপিত করেছে, যেখানে প্রজার সুখই তাঁর সুখ, জনসাধারনের কল্যানই তাঁর কল্যান (‘In the happiness of his subject, lies his happiness, in their welfare, his welfare’)।

চীন দেশে তার ও অনেক আগে খ্রীষ্টপূর্ব ৬২৭ সালে নাগরিকদের তথ্যের অধিকার প্রদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। চীনে টাং বংশের শাসন কালে (618-907) সম্রাট টাই সাং (T’ai-Tsung ৬২৭ - ৬৪৯) এর সময়ে “ইম্পিরিয়েল সেনসরেট” নামক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়েছিল। সরকারের শাসক শ্রেনী থেকে উচ্চশিক্ষিত ও পান্ডিত্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের বাছাই করে এই “ইম্পিরিয়েল সেনসরেটের” সদস্য করা হত এবং এঁদের কাজ ছিল সরকারের সমস্ত আদেশ, আদান প্রদান করা চিঠিপত্র ও প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য বিচার বিশ্লেষন সম্বলিত সরকারি নথি পত্র এবং সমস্ত সরকারি সিদ্ধান্তের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার

করে তাঁদের মতামত প্রদান করা এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে দুর্নীতি ও সরকারি ভ্রষ্টাচারের কিংবা শাসন ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতি ধরিয়ে দেওয়া। এই সমালোচনার আওতা থেকে স্বয়ং সম্রাট ও বাদ পড়তেন না।

কিন্তু সুশাসনের নীতি (Good Governance Principles) নির্ধারনের ইতিহাসে নাগরিকদের সরকারি তথ্যের অধিকার প্রদানের সিদ্ধান্তের বাস্তবায়নের স্বপক্ষে যার নাম জড়িয়ে আছে, তিনি একজন অত্যন্ত দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাংসদ এবং যশস্বী শিক্ষাবিদ Anders Chydenius, যাঁকে তথ্যের অধিকার আইনের জনক বলা হয়ে থাকে। তাঁর হাত ধরেই সুইডেনে ১৭৬৬ সালে Freedom of the Press Act, 1766 বলবৎ হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটাই প্রথম লিখিত তথ্যের অধিকার সংক্রান্ত আইন। এই আইন অনুসারে যে কোন নাগরিকের সরকারি তথ্য দেখার অধিকার রয়েছে। এই আইনের বলে সেই সময়, কোন নাগরিকের কাছে থেকে তথ্য পাবার অনুরোধ পাওয়া মাত্রই, সরকারি দপ্তর অতিসত্তর প্রার্থীর থেকে কোন শুল্কের দাবি না করে, তাকে তথ্য সরবরাহ করত।

ইউনাইটেড নেশনসের প্রথম অধিবেশনে ১৯৪৬ সালেই জনগনকে তথ্যের অধিকার প্রদানের দৃঢ়ঘোষণা করা হয়েছিল। গনতান্ত্রিক ভারতবর্ষ আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার দানের (International Covenant on Civil and Political Rights বা ICCPR) চুক্তিপত্রের অংশীদার হিসাবে আন্তর্জাতিক স্তরে ICCPR এর ধারা ১৯ মূলে নাগরিকদের তথ্যের অধিকার প্রদানের অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল।

স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে সক্রিয়ভাবে নাগরিকদের তথ্যের অধিকার প্রদানের সিদ্ধান্তের আলোচনা হয় ১৯৯৬ সালে, যখন দেশের সমস্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগন প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় ভারতবর্ষে এক স্বচ্ছ ও নাগরিক কেন্দ্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। সেই বছরেই প্রেস কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া জাস্টিস পি. বি. সাওয়ান্তের তত্ত্বাবধানে তথ্যের অধিকার আইনের একটি খসড়া প্রস্তুত করে। পরবর্তী সময়ে এই খসড়া আরও পরিবর্তিত ও পরিমার্জিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বিশিষ্ট সমাজসেবি শ্রী এইচ্. ডি. শাউরীর নেতৃত্বে একটি কার্য্যকরী সমিতি (Working group) গঠিত হয় এবং শাউরী কমিটি রিপোর্ট ও এই আইনের খসড়া ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত হয়। এরই ভিত্তিতে ২০০০ সালে তথ্যের স্বাধীনতা (Freedom of Information) আইনের খসড়া তৈরী হয়। পরে অনেক সমাজসেবী সংস্থার সঙ্গে বিলটির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় ও ২০০১ সালে একটি প্রতিবেদন (রিপোর্ট)সহ সরকারের কাছে বিলটি উপস্থাপন করা হয়। এইভাবে তথ্য জানার স্বাধীনতা আইন ২০০২ এর খসড়া প্রস্তুত হয় এবং ভারতবর্ষে এটাই নাগরিকদের সরকারি তথ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে আইন প্রনয়নের লক্ষ্যে প্রথম সক্রিয় পদক্ষেপ।

কিন্তু তথ্যের স্বাধীনতা আইন ২০০২ (Freedom of Information Act 2002) এর মধ্যে কিছু অসঙ্গতি থাকার কারনে বাস্তবে এর প্রয়োগে বিশেষ অসুবিধা হবার সম্ভাবনার আশঙ্কা বিভিন্ন মহল থেকে আসতে থাকে ও আইনটির বিভিন্ন দিক আরও বিষদ্ভাবে পর্য্যালোচনা করা হয়। অবশেষে দীর্ঘ আলোচনা ও পর্য্যবেক্ষনের পরে এবং বিভিন্ন সংস্থার সহযোগিতায় তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ এর খসড়া প্রস্তুত হয় ও ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ডঃ এ. পি. জে. আব্দুল কালাম ১৫ ই জুন ২০০৫ সালে এতে সাক্ষর প্রদান করেন। এরপরে কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে এই আইন বলবৎ করার জন্য ১২০ দিনের সময় দেওয়া হয়, কেননা ঐ সময়ের মধ্যে আইনের ৪ (১) (খ) ধারায় বর্ণিত স্বতঃপ্রনোদিতভাবে

নাগরিকের অবগতির জন্য যে ১৭/১৮ কিংবা তারও বেশী (নাগরিকদের প্রয়োজন মনে করলে দপ্তর সেগুলিও প্রকাশ করবে) তথ্য Public domain এ বা জনগন দ্বারা সহজে যে মাধ্যমের দ্বারা তথ্য পাওয়া সম্ভব, তাতে দেবার ব্যবস্থা করতে হলো। তাই প্রকৃতপক্ষে ২০০৫ এর অক্টোবর মাস থেকে এই আইন বলবৎ হয়ে ভারতবর্ষে এক স্বচ্ছ ও নাগরিক কেন্দ্রিক সরকারের জন্ম হলো।

ভারতবর্ষে তথ্যের অধিকার আইনের দাবি জোরদার হয়েছিল যখন রাজস্থানের মজদুর কিষান শক্তি সংগঠন সে রাজ্যে কয়েকটি প্রকল্পে কর্মরত কিছু শ্রমিকের মজুরী সংক্রান্ত তথ্য পর্যবেক্ষনের দাবি করে। তাদের এই দাবি দেশের শ্রমিক সংগঠন সমূহের ও শ্রমিক স্বার্থ সচেতন সংস্থা এবং ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সক্রিয় সাহায্য পায়। শ্রমিকদের প্রতি সংবেদনশীলতা এত প্রবল ছিল যে শ্রমিকরা মালিক ও সরকারি সংস্থার কাছে রাখা ফাইল দেখার দাবি আদায় করে ও দীর্ঘ বঞ্চনার হাত থেকে মুক্তি পায়। তাদের এই আন্দোলনই নীতিগতভাবে দেশে তথ্যের অধিকার আইন প্রনোয়নের স্বীকৃতি দেয়। প্রথম ইউ. পি. এ. সরকারের সমর্থনকারী দল হিসেবে, ভারতীয় কম্যিউনিষ্ট পার্টি ও কেন্দ্রীয় সরকারের উপর অবিরাম প্রভাব বিস্তার করে তথ্যের অধিকার প্রদানের বিষয়টি সরকারের কমন মিনিমাম প্রোগ্রামের অন্তর্গত সক্রিয় কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে সক্ষম হয় এবং তথ্যের অধিকার আইনের খসড়া চূড়ান্ত হয়। অতঃপর ২০০৫ সালের ১৫ ই জুন রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে নাগরিকের তথ্যের অধিকার আইনের স্বীকৃতি পায়।

২০০৬ সালে ত্রিপুরা রাজ্য তথ্য কমিশন গঠিত হয়। রাজ্যে তথ্য আইন ২০০৫ এর সুষ্ঠু প্রয়োগের উদ্দেশ্যে কমিশনের সহায়তায় রাজ্য সরকারের প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ অতি দ্রুততার সাথে ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে এই নিয়মাবলী আরও পরিবর্দ্ধিত ও পরিমার্জিত করে ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী ২০০৮ প্রকাশিত হয়।

ত্রিপুরা তথ্য কমিশন সম্প্রতি তাদের website নূতনভাবে তৈরী করেছেন.। এছাড়া ও দূর দূরান্তের বাংলা ভাষাভাষি নাগরিকদের সুবিধার জন্য একটি বাংলা website তৈরী করা হয়েছে। অন্যান্য অনেক তথ্যের সঙ্গে তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫, ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী ২০০৮, তথ্যের অধিকার আইনের সুষ্ঠু রূপায়নের উদ্দেশ্যে তথ্য আধিকারিক, প্রথম আপিল আধিকারিক, জনকর্তৃপক্ষ এবং তথ্যের আবেদনকারির করনীয় সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে website এ দেওয়া আছে।

তথ্য প্রার্থী কিভাবে আইনটির যথোপযুক্ত প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি তথ্য পেয়ে লাভবান হতে পারেন - এ সবই বাংলা website এ সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করা হয়েছে।

তথ্যের অধিকার আইনের প্রয়োগ করে কিভাবে তথ্য পেতে পারেন

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ ও ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী ২০০৮ মোতাবেক ত্রিপুরার প্রত্যেক নাগরিকের যে কোনো সরকারি, আধা সরকারি অথবা সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বা কোনভাবে সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য পাবার অধিকার রয়েছে। যে কোনো নাগরিক ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী ২০০৮ এর রুল ৮ এর অন্তর্গত ফর্ম সংখ্যা ৩ এর মাধ্যমে (২৯ নং পৃষ্ঠায় সংলগ্ন) অথবা সাদা কাগজে নিজের নাম, সম্পূর্ন ঠিকানা, যোগাযোগ করার জন্য টেলিফোন নাম্বার, ই-মেইল (যদি থাকে) দিয়ে যে যে তথ্য পেতে চান নির্দিষ্টভাবে এক এক করে লিখে যে দপ্তরের থেকে তথ্য

পেতে চান সেই দপ্তরের জন তথ্য আধিকারিকের নিকট আবেদন পত্র জমা দেবেন। আবেদন পত্রের সংঙ্গে ১০ টাকার ইন্ডিয়ান পোস্টেল অর্ডার (IPO) অথবা নগদ অর্থ বা ট্রেজারী চালান জমা দিয়ে রসিদ সংগ্রহ করতে হবে। আবেদন পত্রে জন তথ্য আধিকারিক কীভাবে তথ্য সরবরাহ করবেন যেমন ডাকযোগে, ক্যুরিয়ার মারফৎ, রেজিস্টারড্ পোস্টে অথবা ব্যক্তিগতভাবে আবেদনকারী নিজে এসে তথাটি নেবেন কিংবা ই-মেইলে পাঠাতে হবে, তা আবেদনকারিকে পরিস্কারভাবে লিখে দিতে হবে।

মনে রাখবেন তথ্যের অধিকারের আইনের মাধ্যমে একজন সাংসদ বা বিধায়কের সরকারের কাছে থেকে যে তথ্য পাবার অধিকার আছে, আপনারও সেই সব তথ্য পাবার অধিকার রয়েছে।

তথ্যের অধিকার আইনে, আপনি কেন এইসব তথ্য পেতে চান, তার কারন দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আপনার ডাক ঠিকানা ব্যাতীত আপনার আর কোন পরিচয় দেবার ও দরকার নেই। যেমন, আপনি কোন দপ্তরে কি পদে কাজ করেন কিংবা আপনার শিক্ষাগত যোগ্যত কি, তার কিছুই জানাবার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র ভারতীয় নাগরিক হলেই আপনি তথ্য পাবার আবেদন করতে পারেন। ‘আপনি ইংরেজী অথবা বাংলা যে কোন ভাষাতেই আবেদন করতে পারেন, কারন এ রাজ্যের সরকারি কাজ কর্মে এ দুটো ভাষার যে কোনটাই গ্রহনযোগ্য।

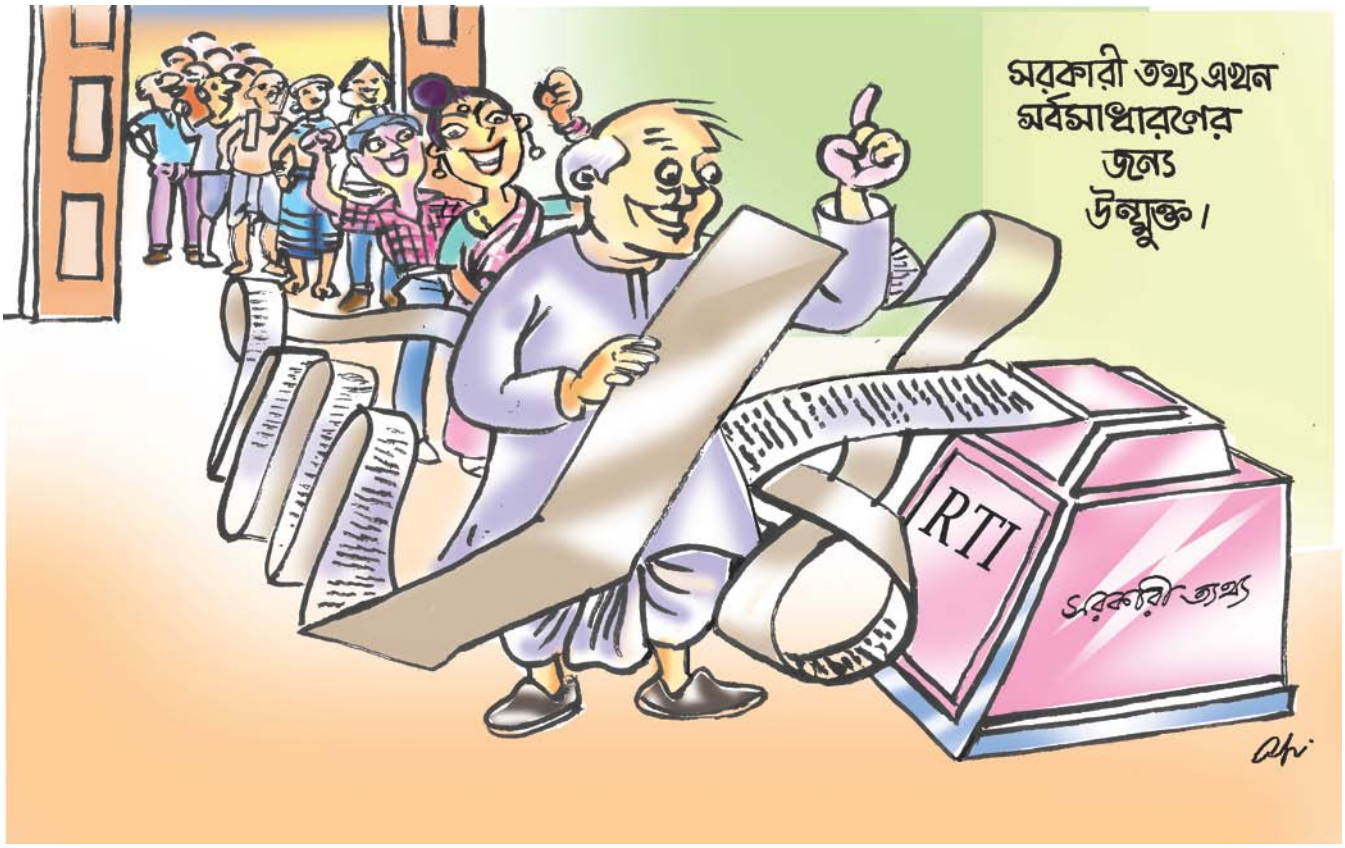

তথ্যের অধিকার আইন অনুসারে ৩০ দিনের মধ্যে জন তথ্য আধিকারিক প্রার্থিত তথ্য আপনাকে দেবেন।যদি জন তথ্য আধিকারিক মনে করেন যে ৩০ দিনের মধ্যে এইসব তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়, তাহলে একটি অন্তবর্তী চিঠি দিয়ে কি কারনে একটু সময় বেশী লাগতে পারে তা আবেদনকারীকে জানিয়ে দেবেন। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তথ্য দেবার জন্য, ৪৫ দিনের বেশী সময় জন তথ্য আধিকারিক পাবেননা।

আপনি কেন তথ্য জানতে চাইছেন, তার কারন দেবার দরকার নেই। আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা কিংবা কি চাকুরি বা কাজ করেন, সেই সব কিছুই দেবার কোন দরকার নেই। শুধুমাত্র কি কি তথ্য চান, সুনির্দিষ্টভাবে তা লিখে দিন ও আপনার ডাক ঠিকানা, ই-মেইল (যদি থাকে) ও যোগাযোগের নম্বর পরিষ্কারভাবে লিখে দিন।

জন তথ্য আধিকারিককে সাহায্য করার জন্য প্রত্যেক দপ্তরে একজন সহায়ক তথ্য আধিকারিক থাকেন। তাঁর কাছে যদি আবেদনপত্র জমা দেওয়া হয়, তাহলে তথ্য সরবরাহের জন্য তথ্য আধিকারিককে আরও ৫ দিন সময় দিতে হবে, যাতে সহায়ক তথ্য আধিকারিক আবেদনপত্র পরীক্ষা করে তথ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন পত্রটি পাঠাতে পারেন। এক্ষেত্রে ৩৫ দিনের মধ্যে তথ্য পাওয়া যাবে।

ভারতের সংবিধান ‘তথ্য জানার অধিকারকে‘ স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করলেও, সুপ্রীম কোর্ট বহু আগে থেকেই মনে করে, ‘তথ্য জানার অধিকার‘ হল গনতন্ত্রের পক্ষে জরুরী একটি মৌলিক মানবাধিকার।‘তথ্য জানার অধিকার‘ সংবিধানের বাক্ স্বাধীনতার অধিকার (আর্টিকেল ১৯) ও জীবনের অধিকার (আর্টিকেল ২১) এর অংশ।

কোন কোন সময় দেখা যায় যে, আবেদন পত্রে যে যে তথ্য চাওয়া হয়েছে তার এক বা একাধিক তথ্য অন্য কোন দপ্তরের সম্বন্ধিত। সেক্ষেত্রে জন তথ্য আধিকারিক আবেদন পত্রের প্রতিলিপি (কপি) সেই দপ্তরের জন তথ্য আধিকারিকের নিকট পাঠিয়ে দিয়ে তার একটা প্রতিলিপি আবেদনকারীকে পাঠাবেন, যাতে তিনি সেই সকল তথ্য এই সব নির্দিষ্ট জন তথ্য আধিকারিকদের কাছ থেকে সরাসরি নিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে যে জন তথ্য আধিকারিকের কাছে প্রথমে আবেদন করা হয়েছে, তিনি ৫ দিনের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবেন এবং যে যে তথ্য আধিকারিকের কাছে এইভাবে আবেদন পত্রের কপি পাঠানো হল, তারা যেদিন আবেদন পত্র পেয়ে তা নথিভুক্ত করলেন, তার থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করবেন। আপনাকে ও ঐ সকল বিভাগের তথ্য আধিকারিকের কাছ থেকে তথ্য নিতে হবে।

আপনি যদি তথ্যের আবেদন পত্রটি লিখতে না পারেন, তাতেও তথ্য পেতে কোন অসুবিধা হবেনা। কেননা আপনার নিকটবর্তী সরকারি প্রতিষ্ঠানের যে তথ্য আধিকারিক রয়েছেন, তিনি আপনাকে এ ব্যপারে সাহায্য করবেন । আপনার আবেদন পত্রটি লেখার ব্যবস্থা করিয়ে তিনি যথাস্থানে আপনার আবেদন পত্রটি পাঠিয়ে দেবেন।

এইভাবে তথ্য প্রদানকালে আবেদনকারীকে এটাও জানিয়ে দেওয়া হবে যে, যদি সরবরাহকৃত তথ্য পেয়ে তিনি সন্তুস্ট না হন, তাহলে দপ্তরের যিনি প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ (FAA) রয়েছেন, তাঁর কাছে আবেদনকারী আপিল করতে পারেন এবং প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের (FAA) নাম, পদনাম ও ঠিকানা জন তথ্য আধিকারিক আপনাকে চিঠিতে লিখে জানিয়ে দেবেন। প্রত্যেক সরকারি, আধাসরকারি এবং সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থাতে একজন রাজ্য জন তথ্য আধিকারিক যেমন থাকবেন, তেমনি সে সংস্থাতে কর্মরত ও তাঁর থেকে বেশী পদমর্যাদাসম্পন্ন একজন পদস্থ আধিকারিককে প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ (FAA) নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক। ত্রিপুরা রাজ্যে সমস্ত সরকারি, আধাসরকারি ও সরকারি অনুদান প্রাপ্ত বিভাগে একজন করে জন তথ্য আধিকারিক ও প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়েছে।

কোন তথ্য প্রার্থীক যদি তথ্য প্রদান করা না হয়, তাহলে কেন তথ্যটি দেওয়া যাবে না, আইনের নির্ধারিত ধারার উল্লেখ করে তথ্য না দেবার সপক্ষে যুক্তি দিয়ে, দপ্তরের তথ্য আধিকারিক এই সিদ্ধান্তের যথার্থতা প্রমান করার দায়িত্ব ও সেই জন তথ্য আধিকারিক উপর বর্তায়।

তথ্য পাবার আবেদন করার আগে ভেবে নিন, কি কি তথ্য আপনি চাইবেন। এরপর জেনে নিন কোন সরকারি দপ্তরে তথ্যটি পাওয়া যেতে পারে। সেই অনুসারে আবেদন পত্রটিতে যে যে তথ্য পেতে চান, তা পরিষ্কারভাবে একে একে লিখে ১০ টাকার শুল্ক সমেত সেই দপ্তরের জন তথ্য আধিকারিক, সহায়ক জন তথ্য অধিকারিক বা এদের দ্বারা মনোনিত কোন সরকারি কর্মচারীর কাছে আবেদনপত্র জমা করে রসিদ সংগ্রহ করে নিন। আপনি যদি আবেদনপত্রটি ঠিক করে লিখতে না পারেন, তাহলে জন তথ্য আধিকারিক তথ্যের আবেদন পত্রটি লিখতে আপনাকে সাহায্য করবেন, এমনকি দপ্তরের কোন কর্মচারী পত্রটি আপনাকে লিখে দেবেন। কোন দপ্তরের সম্পর্কিত তথ্য যদি ভুল করে আপনি অন্য দপ্তরের থেকে পাবার জন্য আরেকটি দপ্তরে আপনার আবেদন জমা দিয়ে থাকেন, তাহলেও অসুবিধা নেই। সেই দপ্তরের জন তথ্য আধিকারিক আপনার আবেদন পত্রটি সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন ও আপনাকে তার প্রতিলিপি দেবেন। আপনার পত্রে তথ্য সরবরাহের মাধ্যম হিসাবে আপনি যা লিখেছেন, সেই অনুসারে আপনার প্রার্থিত তথ্য ডাক যোগে, ক্যুরিয়ারে অথবা রেজিস্টারড্ ডাকে যথাসময়ে আপনার ঠিকানার পৌঁছে যাবে।

ত্রিপুরাত প্রায়ই বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় সরকারর কান কান বিভাগর বিরুদ্ধ অভিযাগ উঠ য, বিভাগগুলি তথ্যর আবদনর জন্য ফর্ম বিলি করছ না। ফল, অনক তথ্যর জন্য আবদন জমা দিত পারছন না। এটা সম্পূর্ণ একটি ভ্রান্ত ধারনা। আপনি সাদা কাগজ নিজর নাম, ঠিকানা, যাগাযাগ নম্বর সহযাগ যা যা তথ্য পত চান, তা পরিষ্কারভাব বাংলা \ ইংরাজিত লিখ জমা করবন। তথ্য প্রার্থীদর সুবিধার জন্য ত্রিপুরা তথ্যর অধিকার নিয়মাবলী ২০০৮ এ একটি আবদন পত্র দওয়া হয়ছ, যা ওখান থক কপি করা যত পার কিংবা Tripura Information Commission এর website (www.rtitripura.gov.in) থক down load করা যত পার। সমস্ত সরকারি দপ্তর এই ফর্ম থাকার কথা নয়।

তথ্যের অধিকার আইনের বিস্তৃতি অনেক। আইন অনুসারে যদি কোন তথ্য দেবার অনুমতি নাও থাকে, তবু তথ্য কমিশন যদি মনে করেন যে জনস্বার্থে তথ্য দেওয়া বেশী জরুরী, তাহলে সে তথ্যও পাওয়া যেতে পারে, কেননা তথ্যের অধিকার আইন সম্পূর্ণভাবে সাধারন নাগরিকের স্বার্থ মাথায় রেখেই তৈরী করা হয়েছে।

আপনি কিভাবে তথ্য পাবার আবেদন করবেন এবং আপনার আকাঙ্খিত তথ্য পাবার সম্পূর্ন প্রক্রিয়াটি কিভাবে কার্যকরী হবে একটি চার্টের মাধ্যমে তা নীচে দেওয়া হলো।

তথ্যের আবেদন প্রক্রিয়া (ফ্লো চার্ট নং১)

পদক্ষেপ ১

আপনি কোন বিষয়ে তথ্য চাইছেন সেটা ঠিক করুন এবং প্রশ্ন তৈরী করুন। যে সরকারি দপ্তরে তথ্যটি পাবেন বলে মনে করছেন, সেই দপ্তর ও তার জন তথ্য আধিকারিক নির্দিষ্ট করুন।

পদক্ষেপ ২

১০ টাকার নগদ/IPO/ট্রেজারী চালানসহ আবেদনপত্রটি জন তথ্য আধিকারিকের কাছে জমা দিন।

যদি তথ্যটি এই দফতরে না থাকে, তবে জন তথ্য আধিকারিক যেখানে তথ্যটি পাওয়া যাবে, সেই নির্দিষ্ট সরকারি দফতরে আবেদনটি পাঠিয়ে দেবেন। এটা পাঠাতে হবে ৫ দিনের মধ্যে। আর এই অন্য বিভাগে পাঠানোর খবরটি লিখিত রূপেও তথ্য আধিকারিক আপনাকে জানাবেন।

পদক্ষেপ ৩

আপনার আবেদনটি গৃহীত হয়েছে বা খারিজ হয়েছে, জন তথ্য আধিকারিক তা ৩০ দিনের মধ্যে আপনাকে জানিয়ে দেবেন এবং গৃহীত হলে ৩০ দিনের মধ্যে আপনি তথ্যও পেয়ে যাবেন।

অবস্থা -১

আবেদনপত্রটি গৃহীত হল

তথ্য আধিকারিক লিখিতরূপে আপনাকে জানাবেন :

- তথ্য পেতে বাড়তি কত টাকা আপনাকে দিতে হবে;
- বাড়তি ধার্য মূল্যের হিসাব ও আপনাকে জানাবেন। আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদনাম, ঠিকানা ও আপনাকে জানানো হবে।

- দারিদ্রসীমার নীচের যাঁরা, তাঁরা নিখরচাঁয় সমস্ত তথ্য পাবেন।

তথ্য দেওয়ার নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে, দফতরটি আপনাকে বিনামূল্যে তথা সরবরাহ করতে বাধ্য।

অবস্থা -২

আবেদনপত্রটি খারিজ হল

যদি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে (৩০ দিন) আপনি কোনো উত্তর না- পান, তবে আবেদনপত্রটি খারিজ হয়েছে বলেই আপনাকে ধরে নিতে হবে। এবার তাহলে আপনি আপিল করতে পারেন।

তথ্য আধিকারিক লিখিতভাবে আপনাকে জানাবেন :

- খারিজের কারন;
- কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আপিল করতে হবে;
- আপিল কর্তৃপক্ষের নাম, পদনাম, ঠিকানা ইত্যাদি।

আপিল করতে হলে ২ নং ফ্লো চার্ট দেখে পদক্ষেপ নিন।

কিভাবে আপীল করা যায়

তথ্য আধিকারিকের নিকট নির্দিষ্ট তথ্য পাবার জন্য আবেদন করার পর ৩০ দিনের ভিতর আপনার প্রার্থিত তথ্য পেয়ে আপনি যদি সন্তুষ্ট হতে না পারেন, অথবা যে তথ্য আপনাকে দেওয়া হলো, তা সম্পূর্ন তথ্য বলে আপনার মনে না হয় কিংবা আপনি যে তথ্য চাইলেন তথ্য আধিকারিক সেটা না দিয়ে, যদি অন্য একটি তথ্য আপনাকে দিয়ে দিলেন বলে আপনার মনে হয়, তাহলে কি হবে। এমন ও হতে পারে যে ৩০ দিনের মধ্যে আপনাকে কোন তথ্য-ই দেওয়া হলো না, তথ্য আধিকারিক আপনাকে কিছু জানালেন ও না। সেক্ষেত্রে, তথ্য পাবার পর, প্রাপ্ত তথ্য সম্পর্কে আপনার আপত্তি থাকলে কিংবা ৩০ দিন পেরিয়ে গেলে এবং তথ্য না পেলে বা এ সম্পর্কে কোন চিঠি না এলে আপনি সেই বিভাগের প্রথম আপীল কর্তৃপক্ষের (FAA) নিকট আপীল করবেন। এক্ষেত্রে আপিল করার জন্য তথ্য আধিকারিকের নিকট আপনার আবেদনের ও মানি রিসিপ্টের কপিসহ আপীলের আবেদন করবেন। যদি তথ্য আধিকারিক কিছু তথ্য দিয়ে থাকেন, তার কপিও জমা করে এবং কি কারণে তথ্য পেয়ে বা তথ্য না পেয়ে আপনি অসন্তুষ্ট তা লিখে প্রথম আপীল আধিকারিকের নিকট আপীল করবেন। প্রথম আপীল আধিকারিক শুনানির দিন ঠিক করে আপনাকে ও তথ্য আধিকারিককে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেবেন ও তথ্য প্রদানের ব্যাপারে তার সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত দেবেন। যদি প্রথম আপিল কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তে আপনি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে ৯০ দিনের মধ্যে আপনি ত্রিপুরা তথ্য আয়োগের সামনে দ্বিতীয় আপীল করতে পারেন।

তথ্যের অধিকার আইনের প্রয়োগ করে, তথ্য কমিশনের কাছে যদি আপনি দ্বিতীয় আপীল বা অভিযোগ দায়ের করেন, আপনার আপীল বা অভিযোগ কোন আইনজ্ঞকে বা এডভোকেটকে দিয়ে লেখাতে হবে না বা কমিশনের সামনে শুনানীর জন্য হাজির হবার সময় কোন এডভোকেটের সাহায্যও নিতে হবেনা। কমিশন আপনার বিষয় নিয়ে তথ্য আধিকারিককে ও প্রথম আপীল আধিকারিককে জেরা করে আপনার আপীল / অভিযোগের নিষ্পত্তি করবেন।

এক্ষেত্রে তথ্য আধিকারিকের নিকট তথ্যের জন্য আপনার আবেদনপত্র, মানি রিসিপ্ট, জন তথ্য ও প্রথম আপিল আধিকারিকের সিদ্ধান্ত ও এই সিদ্ধান্তে আপনার অসন্তুষ্টির কারন দেখিয়ে আবেদন পত্র তথ্য আয়োগের সামনে পেশ করতে হবে। তথ্য আয়োগ আপনার আবেদনপত্রটি বিচার বিশ্লষন করে তা রেজিস্টারড করাবেন ও শুনানীর তারিখ স্থির করে আপনাকে, তথ্য আধিকারিককে ও প্রথম আপীল আধিকারিককে নির্দিষ্ট সময়ে ও তারিখে আয়োগে উপস্থিত থেকে নিজ নিজ বক্তব্য রাখার সুযোগ দেবেন। আয়োগ সম্পূর্ণ বিষয়টি পর্যালোচনা করে সিদ্ধান্ত দেবেন ও কোন ফি ছাড়াই আপনি তথ্য আয়োগের আদেশের কপি সেই দিনই পেয়ে যাবেন। প্রথম আপীল, কিংবা ২য় আপীল করার জন্য আপনাকে কোন ফি জমা করতে হবে না। এছাড়া ও আপনি সোজাসুজি তথ্য আয়োগে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন এবং এই একই পদ্ধতিতে তথ্য প্রদান সম্পর্কে আয়োগ সিদ্ধান্ত দেবেন। নীচে চার্টের মাধ্যমে তা দেওয়া হলো।

আপিল প্রক্রিয়া (ফ্লো চার্ট নং ২)

জন তথ্য আধিকারিক আপনার আবেদন খারিজের খবর আপনাকে পাঠালেন।

আপিল

- আপনার আবেদন খারিজ হয়ে যায়;
- ৩০ দিনের বেশী সময়ের মধ্যে যদি কোনো সিদ্ধান্ত না হয়:

তাহলে এই অবস্থার ৩০ দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সরকারি দপ্তরের (আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপনি আপিল করতে পারেন)

আপিল কর্তৃপক্ষকে ৩০-৪৫ দিনের মধ্যে আপনার আপিলের নিষ্পত্তি করতে হবে।

আপিল কর্তৃপক্ষ আপনার আবেদন গ্রহন করলেন। আইন মাফিক লিখিতরূপে আপনাকে সেটা জানালেন। আপিল কর্তৃপক্ষ যত শীঘ্র সম্ভব আপনার তথ্য দেবার ব্যবস্থা করবেন।

আপিল কর্তৃপক্ষ আপনার আপিল খারিজ করলেন। আইন মাফিক লিখিতরূপে আপনাকে সেটা জানালেন। সঙ্গে একথাও জানিয়ে দেবেন যে, রাজ্য তথ্য কমিশনের কাছে এখন আপনার আপিল করার অধিকার আছে।

অভিযোগ

তথ্য পাবার ক্ষেত্রে সমস্যার সম্মুখীন হলে, নিম্নলিখিত কারনে আপনি সরাসরি রাজ্য তথ্য কমিশনের (Information Commission) কাছে নালিশ জানাতে পারেন:-

- সংশ্লিস্ট দপ্তরে কোনো জন তথ্য আধিকারিকই নিয়োগ করা হয়নি;
- জন তথ্য আধিকারিক আপনার আবেদনপত্র নিতেই চাইলেন না;
- আপনাকে কোনো কিছু দেখতেই দেওয়া হলনা;
- উত্তর দেওয়ার জন্য যে টাকা চাওয়া হচ্ছে, তা কোনোভাবেই যুক্তিসঙ্গত নয়;
- আপনাকে ভুল তথ্য দেওয়া হল;
- তথ্য পেতে গিয়ে অন্য ঝামেলা।

অভিযোগ পেশ করার কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

তথ্য কমিশন (Information Commission) সবকিছু খতিয়ে দেখবেন। জন তথ্য আধিকারিককে তথ্য না দেওয়ার কারণ দর্শাবেন। আপনি বা তৃতীয় পক্ষের অন্য কেউ, যাঁরা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছেন তাঁদের সবারই, তথ্য আয়োগের এই বয়ান শোনার অধিকার আছে। এক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী সিদ্ধান্তের কোনো সময়সীমা নেই। তবু ত্রিপুরা তথ্য আয়োগ এক থেকে দেড় মাসে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

আপনার এই আপিল / অভিযোগ তথ্য কমিশন গ্রহন করলে,

- আপনাকে সেকথা জানানো হবে;
- তথ্যটি জানানোর জন্য হুকুমনামা জারি করা হবে।
- সরকারি দফতরটিকে তথ্যের অধিকার আইনের বাধ্যবাধকতা স্মরণ করানো হবে।

তথ্য কমিশন তথ্য আধিকারিককে জরিমানা করতে পারেন, কারন দর্শাও নোটিশ জারি করতে পারেন বিভাগীয় তদন্ত শুরু করার ও কমিশনকে এ ব্যাপারে কি কাজ হলো তা অবগত করাবার আদেশ দিতে পারেন।

তথ্য কমিশন আপনার আপিল /অভিযোগ খারিজ করবেন এবং সেই খবর আপনাকে জানাবেন।

আপনি উচিত মনে করলে হাই কার্ট বা সুপ্রিম কোর্ট যেখানে খুশি আপিল করতে পারেন।

কোন্ তথ্য কত দিনে পাওয়া যাবে

তথ্যের অধিকার আইনের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ন দিক হলো অত্যন্ত অল্প ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তথ্য সরবরাহের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা। কেবলমাত্র এই আইন ছাড়া, আর অন্য কোন আইনে সরকারি দপ্তরকে বিভিন্ন আইনী প্রক্রিয়া কার্যকরী কিংবা সম্পূর্ণ করতে ৪৮ ঘন্টা, ৫ দিন, ৩০ দিন বা ৪৫ দিনের মতো সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। তথ্য প্রদান প্রক্রিয়া কার্য্যকরী করতে, তথ্য প্রদানকারী সংশ্লিষ্ট আধিকারিকগন নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই তাঁর নির্ধারিত কার্য্য সম্পন্ন করবেন। সময়সীমার অতিরিক্ত সময় নিলে, কি অবস্থায় আইনে নির্দেশিত সময়ের মধ্যে কাজটি হল না, তা পর্যালোচনা করে রাজ্য তথ্য কমিশন অভিযুক্ত আধিকারিকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার চিন্তা করবেন এবং দোষি সাব্যস্ত হলে আইনের ২০(১) ধারা অনুযায়ী তাঁদের জরিমানা করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানকালে নির্দিষ্ট সময়সীমার বেশী সময় নিলে, প্রতিদিন ২৫০ টাকা হারে ব্যক্তিগত জরিমানা, অভিযুক্ত আধিকারিকের ব্যাক্তিগত আয় (মাসিক বেতন) থেকে কাটা হয় এবং এইভাবে রাজ্য তথ্য কমিশন কোন তথ্য আধিকারিককে সর্ব্বোচ্য ২৫,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন। অবশ্য অভিযুক্ত আধিকারিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সুযোগও দেওয়া হয় এবং শুনানীর মাধ্যমে উভয় পক্ষকে কমিশনের সামনে তাদের বক্তব্য পেশ করতে হয়।

রাজ্য তথ্য কমিশন এইভাবে উভয়পক্ষকে কমিশনের সামনে নিজ নিজ পক্ষের বক্তব্যের যথার্থতা পেশ করার পর যদি তথ্য কমিশনের সামনে এমন প্রমান আসে যে কোন জন তথ্য আধিকারিক, প্রথম আপীল আধিকারিক কিংবা সংশ্লিষ্ট কোন আধিকারিক তথ্যের আবেদন গ্রহন করেন নি, ইচ্ছা করে তথ্য প্রদানে দেরী করেছেন, তথ্য নষ্ট করেছেন বা বিভ্রান্তমূলক তথ্য দিয়েছেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তের ও শৃঙ্খলাভঙ্গের তদন্তের সুপারীশ করতে পারেন। কাজেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেও সর্ব্বোচ্চ সচেতনার সঙ্গে তথ্য সরবরাহের প্রতিটি প্রক্রিয়া পালন করা একান্ত আবশ্যক। তথ্য জানার আইন সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদানের ব্যবস্থাকে সর্ব্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

নিচে চার্টের মাধ্যমে (চার্ট নং ৩) কোন কোন প্রক্রিয়াতে কত সময় লাগবে তা দেওয়া হলো :-

তথ্য সরবরাহের প্রক্রিয়া-সময়সীমা (চার্ট নং ৩)

ক্রমিক সংখ্যা	পরিস্থিতি	তথ্যের আবেদন নিষ্পত্তির সময়সীমা।
০১.	সাধারনত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।	৩০ দিনে
০২.	যদি সহায়ক তথ্য আধিকারিকের মারফৎ দরখাস্ত প্রাপ্ত হয়।	উপরিল্লিখিত সময়সীমার সঙ্গে ৫ দিন যুক্ত করতে হবে।
০৩.	জীবন ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করতে হবে।	৪৮ ঘন্টায়
০৪.	যদি তথ্য অধিকারী আবেদনপত্র গ্রহন করে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিতে তথ্য প্রদানের জন্য পাঠান : ক) স্বাভাবিক অবস্থায়। খ) জীবন ও ব্যক্তিস্বাধীনতা সম্পর্কিত তথ্য।	ক) সংশ্লিষ্ট তথ্য অধিকারী আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৩০ দিনের মধ্যে। খ) সংশ্লিষ্ট তথ্য অধিকারী আবেদন পত্র পাবার ৪৮ ঘন্টার মধ্যে।
০৫.	তৃতীয় পক্ষ সম্বন্ধীয় তথ্য।	তথ্য অধিকারি তৃতীয়পক্ষ সম্বন্ধীত তথ্য প্রদান করা উচিত মনে করলে, আবেদনপত্র পাবার ৫ দিনের মধ্যে তৃতীয়পক্ষকে নোটিশ জারী করে তথ্য আবেদনের বিষয় জানাবেন ও তৃতীয়পক্ষকে মৌখিক অথবা লিখিতভাবে, তথ্য দেবার ব্যাপারে তার মতামত এই নোটিশ পাবার ১০ দিনের ভিতরে জানাতে বলবেন।
০৬.	তৃতীয়পক্ষ যদি প্রার্থিত তথ্য গোপনীয় তথ্যের আওতায় আনার আর্জি করেন।	তৃতীয় পক্ষ সংক্রান্ত তথ্য প্রদানের ব্যাপারে, তৃতীয় পক্ষ থেকে সম্মতি আসুক বা না আসুক, আবেদন পত্রটি পাবার ৪০ দিনের মধ্যে তথ্য আধিকারিককে তথ্য দেবার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
০৭.	যে তথ্য প্রদানের জন্য, আবেদনকারীর অতিরিক্ত শুল্ক জমা দিতে আদেশ করা হয়েছে।	আবেদনকারীকে অতিরিক্ত শুল্ক জমা দেবার আদেশ অনুসারে আবেদনকারী দ্বারা শুল্ক জমা করার অন্তর্বর্তী সময় বাদ দিয়ে সময় হিসাব হবে।

তথ্য পাবার জন্য ধার্য শুল্ক (Fee)

তথ্য আবেদনকারী তার আবেদনপত্রের সাথে ১০ টাকা নগদ অথবা ১০ টাকার ট্রেজারী চালান বা এই মূল্যের ইন্ডিয়ান পোষ্টেল অর্ডার (IPO) তথ্য পাবার জন্য নাম মাত্র ধার্য শুল্ক হিসাবে জমা করবেন। এই ফি জন তথ্য কর্তৃপক্ষের দপ্তরের একাউন্টস্ অফিসার এর নিকট জমা পড়বে এবং নির্দিষ্ট ক্যাশ বুক এ তার হিসাবলেখা থাকবে। তথ্য আবেদনকারী শুধু ১০ টাকা শুল্কসহ তার আবেদনপত্র জন তথ্য অধিকারিক, সহায়ক জন তথ্য অধিকারিক অথবা এই বিষয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীর নিকট

জমা করে, তাঁর থেকে রসিদ বা মানি রিসিপ্ট নিয়ে নেবেন। কারন ভবিষ্যতে যদি তথ্য অধিকারিকের দেওয়া তথ্য পেয়ে অথবা আরও অন্য কোন কারনে অসন্তুষ্ট হয়ে আবেদনকারী প্রথম আপিলেট অথরিটি (FAA) বা তথ্য কমিশনের সামনে আপীল করেন, তখন মানি রিসিপ্টসহ সম্পূর্ন আবেদনপত্র ও তথ্য অধিকারিকের থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের উত্তর জমা করা আবশ্যক। আবেদনকারী যদি দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী নাগরিক হন, তাহলে আবেদন পত্রের সঙ্গে ১০ টাকার শুল্ক জমা দেবার দরকার নেই কিংবা যাবতীয় তথ্য পেতে নাম মাত্র যে শুল্ক সরকারি বিভাগুলিতে জমা করতে হয়, তা ও দেবার প্রয়োজন নেই। এছাড়া ও CD বা disc. বা অন্য ইলেকট্রনিক মাধ্যমে তথ্য পাবার জন্য ও কোন শুল্ক জমা করতে হবে না। শুধু BPL কার্ড এর কপি আবেদনপত্রের সঙ্গে জুড়ে দিলেই আপনি নিখরচায় সমস্ত তথ্য পেতে পারেন।

তথ্য প্রাপ্তির জন্য আবেদনপত্রের সাথে এবং তথ্য অধিকারিকের কাছ থেকে আরও তথ্য বা বিভিন্নভাবে তথ্য পাবার জন্য ধার্য শুল্ক কি হতে পারে, তা নিচে টেবিলে দেওয়া হল :- (চার্ট নং ৪)

তথ্য সরবরাহের জন্য ধার্য শুল্ক (চার্ট নং ৪)

	বিষয়	ধার্য শুল্ক (ফি)
ক)	তথ্য পাবার জন্য আবেদন করার সময় আবেদন শুল্ক (ফি)	ক) দশ টাকা নগদ, এই মূল্যের ইন্ডিয়ান পোস্টাল অর্ডার (IPO) বা ট্রেজারী চালান।
খ)	কাগজে দলিলরূপে তথ্য নিলে	খ) ১)প্রতি পাতার জন্য ২ টাকা (A-4 সাইজের কাগজে) ২) আরও বড় কাগজে তথ্য নিলে প্রতি কপির প্রকৃত মূল্য।
গ)	মডেল বা নমুনা (Sample) নিলে	গ) মডেল বা নমুনার প্রকৃত মূল্য।
ঘ	রেকর্ড নিরিক্ষনের(Inspection) জন্য	ঘ)প্রথম ঘন্টার জন্য কোন ফী দিতে হবেনা। এরপর প্রতি ঘন্টার জন্য ৫ টাকা করে।
ঙ)	কম্পিউটার ফ্লপিতে তথ্য নিলে	ঙ) প্রতি ডিস্ক বা ফ্লপির জন্য ৫০ টাকা।
চ)	মুদ্রিত পুস্তিকাকারে নিতে গেলে	চ)প্রতিটি পুস্তিকার জন্য ধার্য করা মূল্য বা কোন বিশেষ পাতার প্রতিলিপি নিলে দু টাকা করে প্রতি পাতায়।

তথ্য পাবার জন্য শুধুমাত্র কাগজে বা সি. ডি. ইত্যাদি অন্যমাধ্যমেই তথ্য পাওয়া নয়, আপনি সব তথ্য সরাসরি পর্যবেক্ষন করে, নির্দিষ্ট তথ্যের প্রতিলিপি নিতে পারেন। সরাসরি তথ্য পর্যবেক্ষনের জন্য প্রথম ঘন্টার জন্য কোনো ফি লাগবে না ও তারপর ঘন্টা পিছু ৫ টাকা হারে ফি জমা দিতে হবে। এতে অযথা অবাঞ্ছিত তথ্যের প্রতিলিপি করতে হয় না ও সরকারি দপ্তরের খরচ কম হয়। নোটিশ দেওয়া ও টাকা জমা দেবার অন্তর্বর্তী সময় ৩০ দিনের সময়সীমার বাইরে থাকবে।

তৃতীয় পক্ষ সম্পর্কিত তথ্য

তথ্যের অধিকার আইনে তৃতীয়পক্ষ সম্পর্কিত কোন তথ্য পাবার ব্যাপারে বিশেষ প্রক্রিয়া এবং কিছু নির্দিষ্ট পদক্ষেপ রয়েছে। সরকারি বিভাগ সম্পর্কিত কার্যাবলী, বিভাগের আধিকারিকদের দায়িত্ব, কার্য সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া, আধিকারিকদের বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্য ছাড়া যদি কোন ব্যাক্তিগত তথ্যের আবেদন আসে, তা তৃতীয়পক্ষ সম্বন্ধিত তথ্যের আওতায় পড়বে এবং এইসব ব্যাক্তিগত তথ্য যদি সেই ব্যক্তি গোপনীয় তথ্যের আওতায় রাখেন, তাহলে আবেদনকারী এই ব্যাক্তির যত ঘনিষ্ঠই হোন না কেন, তাঁর অনুমতি ছাড়া এসব তথ্য আবেদনকারীকে দেওয়া চলবে না।

তথ্যের আবেদনে "তৃতীয় পক্ষের" কথা জানতে হলে কি ভাবে তথ্য দেওয়া যাবে -

সাধারনভাবে সরকারি বা সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত দপ্তরের কাছ থেকেই তথ্য চাওয়া হয়। এইসব ক্ষেত্রে কেবল দুই পক্ষই থাকে, সরকার ও আবেদনকারি। কিন্তু কোন কোন সময় আপনার জানতে চাওয়া তথ্যে কোন তৃতীয়পক্ষ সম্পর্কিত তথ্য থাকে। যদি আপনি কোন সরকারি দপ্তরে কোন কর্মচারী বা ব্যাক্তি সম্পর্কিত কোন তথ্য জানতে চান, সেক্ষেত্রে সেই কর্মচারী বা ব্যাক্তিই হবেন তৃতীয়পক্ষ। এমনকি কোন ছেলে যদি তার বাবার অফিসে আবেদন করে তিনি কোথায় কি সঞ্চয় করেছেন জানতে চায়, এক্ষেত্রে তার বাবা তৃতীয়পক্ষ এবং তাঁর সম্পর্কিত তথ্য পেতে গেলে তাঁর সম্মতি আদায় করে, তবেই তথ্য আধিকারিক সেই তথ্য দিতে পারবেন। সেজন্য এই আইন অনুযায়ী তৃতীয়পক্ষের সঙ্গে পরামর্শ ও তাঁর সম্মতি নেওয়া একান্ত জরুরী। কারন তৃতীয়পক্ষ হয়তো সেসব তথ্য গোপন রাখতে চান এবং সেক্ষেত্রে এই তথ্য প্রদান তাঁর কাঙ্খিত গোপনীয়তা ফাঁস করে দেবে।এই ঘটনা তখনি ঘটে যখন :-

- তথ্য আধিকারিক তৃতীয়পক্ষ সম্পর্কিত সেই তথ্য দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন;
- তৃতীয়পক্ষ যদি বিশ্বাসের ভিত্তিতে কোন তথ্য সরকারের কাছে রাখেন, এবং
- তৃতীয়পক্ষ যদি তাঁর সেই তথ্যকে গোপন মনে করেন।

এই শেষের কথাটাই সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ। তৃতীয়পক্ষের সম্বন্ধে অনেক তথ্য থাকতে পারে। তবে তার মধ্যে কেবল কিছু তথ্যকেই তারা গোপন বলে মনে করেন। যেমন সরকারি ভরতুকি বা পারমিট পাওয়া, সরকারের থেকে কাজ পাওয়ার বরাতের পরিমান ইত্যাদি ক্ষেত্রে তৃতীয়পক্ষ জড়িত। যেহেতু এগুলি গোপনীয় নয় ও জনস্বার্থ জড়িত সেজন্য এসব তথ্য দিতে তৃতীয়পক্ষের কোন অনুমতির দরকার পড়েনা। তবে যদি উপরে উল্লেখ করা তিনটি শর্ত মিলে যায়, তবে আইন অনুযায়ী তৃতীয় পক্ষের সঙ্গে কথা বলা/সম্মতি আদায় করা আবশ্যক কর্তব্য হয়ে দাড়ায়। তখন জন তথ্য আধিকারিক আবেদন পাওয়ার ৫ দিনের মধ্যে চিঠি দিয়ে, নির্দিষ্ট তৃতীয় পক্ষ থেকে জানতে চাইবেন কেন তথ্যটি গোপন রাখা হবে। চিঠি মারফত খবর পাওয়ার পর, তৃতীয় পক্ষের হাতে থাকে ১০ দিন সময়, যার মধ্যে নির্দিষ্ট তথ্যটি প্রকাশের সম্মতি বা অসম্মতির কথা তাঁকে জানাতে হবে [ধারা ১১(২)]। সম্মতি পত্রটি আসুক বা না আসুক আবেদন গ্রহনের দিন থেকে ৪০ দিনের মধ্যে জন তথ্য আধিকারিককে সিদ্ধান্ত নিতেই হয়, যে আদৌ তিনি তথ্যটি জানাবেন কি না [ধারা ১১(৩)]। তবে তৃতীয় পক্ষ বাদ সাধলেও তথ্যটি যদি এই আইন অনুযায়ী ছাড় পাওয়া তথ্যের আওতায় হয়, জন তথ্য আধিকারিক সেই তথ্য দিতে বাধ্য। এরকম বিষয়ে অবশ্য তৃতীয়পক্ষ, নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ না করার জন্য, সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আপীল আধিকারিক বা তথ্য কমিশনের কাছে আবেদন করতে পারেন।

কিন্তু, তথ্য কমিশন যদি মনে করেন যে তৃতীয় পক্ষের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করার ব্যক্তি স্বাধীনতার চাইতেও তথ্য প্রকাশ করা বেশী জনহিতকর, তাহলে জন স্বার্থে তথ্য কমিশন তথ্য প্রদান করার আদেশ দেবেন।

তথ্যের অধিকার আইন অনুসারে জন কর্তৃপক্ষের অবশ্য কর্তব্য

তথ্য জানার অধিকার আইন অনুসারে প্রত্যেক সরকারি, আধাসরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে সাধারন নাগরিকের কাজে লাগতে পারে এমন অনেক দরকারী তথ্য প্রকাশ করবে। কোন আবেদনের অপেক্ষা না করে, জনসাধারনের কল্যানের উদ্দেশ্যে যে সকল তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন, প্রত্যেক জন কর্তৃপক্ষ (পাবলিক অথরিটি) তার সবই সহজলভ্য মাধ্যমের মারফতে সমস্ত জনমাধ্যমে তা (In public domain) প্রকাশ করতে বাধ্য। এইভাবে সরকারি সংস্থা ও জনগনের মধ্যে কাজ কর্মের স্বচ্ছতা বজায় রাখা এই আইনের প্রধান উদ্দেশ্য। তথ্য জানার অধিকার আইনের চতুর্থ ধারার ২ নং অন্তর্ধারা [Sec 4(2)] অনুসারে সমস্ত সরকারি সংস্থা ১৭ রকম তথ্য প্রকাশ করবে এবং এই সব তথ্যের নিয়মিত পরিমার্জন (Updating) করবে। প্রত্যেক সংস্থা নিম্নলিখিত তথ্য সকল শ্রেনীর নাগরিকের অবগতির জন্য প্রকাশ করতে বাধ্য :

ক) এই আইন কার্যকরী (১৫ ই জুন, ২০০৫) হবার ১২০ দিনের মধ্যে প্রত্যেক জন কর্তৃপক্ষ (পাবলিক অথরিটি) নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রকাশ করবেন -

১) তার সংগঠনের খুটিনাটি বিবরন, কার্যাবলী ও কর্ত্তব্য ;
২) তার আধিকারিক ও কর্মচারীবর্গের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য ;
৩) সিদ্ধান্ত গ্রহনের পদ্ধতি, পর্যবেক্ষন প্রনালী ও দায়বদ্ধতার বিবরণ ;
৪) বিভিন্ন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য স্থিরীকৃত নিয়মাচার;
৫) সংগঠনের সমস্ত নিয়মাবলী, প্রনিয়ম (রেগুলেশন), নির্দেশিকা, ম্যানুয়াল, নথি আছে বা তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অথবা তার কর্মচারীবর্গ তাদের কার্যসম্পাদনের জন্য ব্যবহার করেন;
৬) কোন কোন শ্রেনীর দলিল তার কাছে আছে বা তার নিয়ন্ত্রনে আছে, এব্যাপারে বিবরণ;
৭) নীতি নির্দ্ধারন ও তা কার্যে রূপায়ন করার ব্যাপারে জনসাধারনের বা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনা করার ব্যবস্থা থাকলে তার বিস্তারিত বিবরণ;
৮) দুই বা ততোধিক সদস্য নিয়ে তার অংশ হিসাবে গঠিত উপদেষ্ঠা পর্ষদ, সংসদ, সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের পূর্ন বিবরন। আলোচনা সভা জনসাধারনের জন্য উপযুক্ত কিনা এবং তাদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি সবাই পাবেন কিনা তাও উল্লেখ করতে হবে;
৯) তার আধিকারিক ও কর্মচারীবর্গের একটি নামপঞ্জি (ডাইরেক্টরী) ;
১০) প্রত্যেক আধিকারিক ও কর্মচারীর মাসিক পারিশ্রমিক ও তার প্রনিয়মে (রেগুলেশন) বর্ণিত ক্ষতিপূরন পদ্ধতি;
১১) প্রত্যেক অনুসংগঠনের (এজেন্সির) বাজেট বরাদ্দ, সেইসাথে তাদের পরিকল্পনা, প্রস্তাবিত ব্যয় ও

খরচের প্রতিবেদন সংক্রান্ত খুটিনাটি।

১২) ভরতুকি কার্যক্রম নির্বাহ পদ্ধতি, অর্থ বরাদ্দ এবং এই সব কার্য্যক্রমে উপকৃতদের বিষদ বিবরণ;

১৩) ছাড়-প্রাপক, পারমিট প্রাপক এবং প্রদত্ত অধিকার (অথরাইজেশন) প্রাপকদের বিষদ বিবরন।

১৪) যে সমস্ত তথ্য পাওয়া যাবে বা রক্ষিত আছে তার বিষদ বিবরন। বৈদ্যুতিক পদ্ধতিতে তথ্য থাকলে তারও উল্লেখ করতে হবে।

১৫) নাগরিকদের তথ্য সংগ্রহের যে যে সুযোগগুলি আছে, তার পূর্নবিবরন এবং জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য কোন গ্রন্থাগার বা পাঠাগার থাকলে তার কাজের সময়;

১৬) জন তথ্য আধিকারিকদের নাম, পদনাম ও অন্যান্য বিবরন;

১৭) এছাড়া অন্য কোন তথ্য নির্দেশিত হলে, সেই সব তথ্য এবং এরপর প্রতি বৎসর এইসব তথ্যের পরিবর্দ্ধন ও পরিমার্জন (আপডেট) করতে হবে।

যে সব তথ্য জনসাধারনের কাজে লাগতে পারে, প্রত্যেক সরকারি, আধাসরকারি ও সরকারের অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থা, সে সকল তথ্যই বিভিন্ন গনমাধ্যমে (public domain) রাখবে ও সেগুলি এমনভাবে প্রকাশ করবে, যাতে সব নাগরিক খুব সহজেই এই সব তথ্য দেখতে পারেন ও প্রয়োজন অনুসারে তা ব্যবহার করতে পারেন। এই ব্যাপারে কোন সরকারি বিভাগের ১৭টি বিষয়ে জনসাধারনের জানার আগ্রহ থাকতে পারে, বিবেচনা করে ঐ ১৭টি বিষয়ে তথ্য প্রদান বাধ্যতামুলক করা হয়েছে। এছাড়াও প্রত্যেক বিভাগে আরও কিছু প্রয়োজনীয় বিষয় থাকতে পারে, এবং ১৭ নম্বরে সেগুলোই বিষদভাবে দেবার জন্য আইনে বলা হয়েছে।

আপনি কি কি তথ্য পেতে পারেন

তথ্যের অধিকার আইনের প্রয়োগে সরকারি সংস্থাগুলির কাছে যা তথ্য থাকে, তার প্রায় সমস্তটাই জনগনের জানার আওতায় রাখা হয়েছে। তবুও কিছু স্পর্শকাতর বিষয়কে এই আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। আপনি যে সব তথ্য পেতে পারেন, সেগুলো হলো :

নানাভাবে রাখা সরকারি নথি যেমন - দলিল, দস্তাবেজ ফাইল, ফাইলের নোট, মাইক্রোফিল্ম, ফ্যাক্স, ই-মেইল, আদেশনামা, প্রেসনোট, চুক্তিপত্র, নমুনা, মডেল, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে রাখা তথ্য, কম্পিউটার থেকে প্রস্তুত করা অথবা অন্য মাধ্যমে রাখা তথ্য এবং সরকারি সংস্থার অধীনে কাজ করা বেসরকারি সংস্থা সম্পর্কিত তথ্য। এ সকল সরকারি তথ্য আপনি দেখতে পারেন ও পেতে পারেন।

আপনি তথ্য ও নথি পরীক্ষা করতে পারেন, যে কোন কাজকর্ম, কাগজপত্র ও কার্যবিবরণী সরাসরি দেখতে পারেন। যেমন কোন সেতু তৈরী হয়েছে, সেটা পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাজেটে বরাদ্দ অর্থ সঠিকভাবে খরচ করে অনুমোদিত প্রকল্পের সঠিক রূপায়নে হলো কি-না, সেটা দেখার অধিকার আপনার আছে। সেজন্য আপনি সমস্ত নথি পর্যবেক্ষন করতে পারেন, সেতুটির কাজকর্মের হিসেব দেখতে পারেন, মাপজোক ভাল করে দেখে পরিকল্পনার রূপায়ন হলো কি-না বিচার করতে পারেন এবং এইভাবে পর্য্যবেক্ষনের পর, আপনার যা যা তথ্য প্রয়োজন তার কপি চাইতে পারেন। তথ্য আইনে নির্ধারিত ফি অনুসারে তথ্য আধিকারিক আপনাকে নির্দিষ্ট ফি জমা দিতে জানাবেন এবং এই টাকা জমা করার পর

তথ্য আধিকারিক আপনার প্রয়োজনীয় ও প্রার্থীত তথ্য সরবরাহ করবেন। তথ্য পর্য্যবেক্ষনের নিয়ম হলো, তথ্য আধিকারিকের নিযুক্ত সরকারি কর্মচারীর সামনে আপনি সমস্ত তথ্য পর্য্যবেক্ষন করতে পারবেন। প্রথম একঘন্টা পর্য্যবেক্ষনের কোন শুল্ক বা ফি জমা দিতে হবে না। তার পর প্রতি ঘন্টায় ৫ টাকা হারে পর্যবেক্ষন বাবত শুল্ক বা ফি জমা দিতে হয় [ধারা ২(৫)(ই)] ।

এইভাবে পর্যবেক্ষনের পর আপনি আপনার কাঙ্খিত তথ্য যে ভাবে সরকারি বিভাগে রক্ষিত আছে, সে ভাবেই চাইতে পারেন এবং তথ্য আধিকারিক নির্দিষ্ট শুল্ক আদায় করার পর আপনাকে তথ্য প্রদান করবেন। কিন্তু আইনের ৭(৯) ধারা অনুসরন করে তথ্য আধিকারিক যদি মনে করেন যে এইভাবে নির্দিষ্ট মাধ্যমে তথ্যটি প্রদান করতে গেলে, জন তথ্য সংরক্ষনে মারাত্মক ক্ষতির সম্ভাবনা বা এতে করে অস্বাভাবিক অর্থব্যয়ের সম্মুখীন হতে হবে, তা হলে এই মাধ্যমে তথ্য প্রদানে বিরত থাকতে পারেন। সরকারি দপ্তরের কাছে তথ্যের জন্য আবেদন করা ছাড়া ও এই আইনের প্রয়োগ করে, যে সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তার কাজের জন্য কোন না কোন সরকারি দপ্তরের আওতাধীন, সেই সরকারি দপ্তর মারফত আপনি ঐ সব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যও পেতে পারেন। যেমন শিক্ষা দপ্তরের আওতায় কিছু বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে, যাদের কাজকর্মের পর্য্যালোচনা শিক্ষাদপ্তর করে থাকে। যেমন শিক্ষা দপ্তরের দেওয়া সরকারি খাস জমিতে তৈরী করা কোন বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য পেতে পারেন। সরকারি প্রতিষ্ঠান এইসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে হয়তো কোন তথ্য চায়না। কিন্তু আপনি যদি তথ্য চান, তাহলে সরকারি প্রতিষ্ঠানটি অধিনস্ত এইসব বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তথ্য আদায় করে আপনাকে প্রদান করবে। মনে রাখবেন, তথ্য আধিকারিকের উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে তথ্য কমিশনের দ্বারস্থ হবার জন্য আপনাকে কোন আইনজ্ঞ বা এডভোকেটের সাহায্য নিতে হবে না। খোলাখুলিভাবে আপনার তরফে তথ্য আধিকারিকের জবাবদিহি বিচার করে তথ্য কমিশন সিদ্ধান্ত নেবেন। তবু আপনি যদি তথ্য আধিকারিকের দেওয়া তথ্যে নিজের অসন্তোষের কথা জানাতে অসুবিধা বোধ করেন, তাহলে তথ্য কমিশনে এই মর্মে আবেদন জানিয়ে আপনি একজন সাহায্যকারী ও নিতে পারেন। সাহায্যকারী কোন সাধারন নাগরিক বা যে কেউ হতে পারেন ।

এইভাবে ভারতবর্ষের যে কোন নাগরিক সরকারি, আধা সরকারি কিংবা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বা সরকার থেকে কোনওভাবে সাহায্যপ্রাপ্ত যে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে তাঁর প্রয়োজনীয় সমস্ত তথ্য পেয়ে লাভবান হতে পারেন।

কোন্ কোন্ তথ্য দেওয়া যাবে না

তবুও সরকারের কাছে এমন কিছু তথ্য আছে, যা জনসাধারনের সামনে প্রকাশ করলে, রাষ্ট্রের, রাজ্যের, সরকারের এবং সর্বোপরি এ দেশের নাগরিকের ভয়ানক ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। অনেক বিচার বিবেচনার পর, বিশাল তথ্য সম্ভার থেকে এইসব সংবেদনশীল তথ্য প্রকাশের আওতা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। তথ্যের অধিকার আইনে এমনই কিছু ক্ষেত্রকে আলাদা করে উল্লেখ করা হয়েছে এবং আইনের ৮ নম্বর ধারায় তা পরিস্কার করে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে :

১. যে তথ্য প্রকাশ থেকে জাতীয় নিরাপত্তা, ভারতের বৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থ, প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কে বিঘ্নিত হতে পারে অথবা কোনো অপরাধকে সক্রিয় করতে পারে;

২. যে তথ্য কোনো কোর্ট আইন বা ট্রাইবুনালের নিষেধে প্রকাশিত করতে মানা আছে অথবা প্রকাশ পেলে

কোর্টের বিরুদ্ধাচারণ হতে পারে;
৩. যে তথ্য যা প্রকাশ হলে লোকসভা বা বিধানসভার বিরুদ্ধাচারণ হয়;
৪. এমন তথ্য যা প্রকাশ করলে তৃতীয় পক্ষের প্রতিযোগিতামূলক অবস্থান, কোনো সংস্থার ব্যবসায়িক বা বাণিজ্যিক স্বার্থ, মেধাস্বত্ব, ব্যবসার মন্ত্রগুপ্তি ইত্যাদি বিঘ্নিত হতে পারে সেরকম কোনো তথ্য আপনি পাবেন না;
৫. তথ্য এমন মানুষের কাছে আছে যিনি অপরের আস্থাভাজন, (যেমন ডাক্তার/রোগী ও উকিল/মক্কেল সম্পর্ক);
৬. পারস্পরিক বিশ্বাস ও গোপনীয়তার শর্তে যে তথ্য বিদেশী রাষ্ট্রের কাছ থেকে পাওয়া গেছে;
৭. যে তথ্য প্রকাশ পেলে কোনো মানুষের প্রাণহানি বা শারীরিক ক্ষতি হতে পারে;
৮. বিভিন্ন কাগজপত্র যার মধ্যে মন্ত্রী, সচিব ও আধিকারিকের সুচিন্তিত পরামর্শ (ফাইল নোটিং) নথিভুক্ত আছে। যদিও এবিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর ওই তথ্য প্রকাশিত হতে পারে;
৯. যে তথ্য চাওয়া হয়েছে, তা কেবল ব্যক্তিগত তথ্য, যা প্রকাশিত হলে কোনো জনস্বার্থ রক্ষা হবে না উপরন্তু ব্যক্তি স্বার্থ হানির সম্ভাবনা থাকবে;
১০. রাষ্ট্র ছাড়া কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার কপিরাইট বিষয়ক তথ্য।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই ছাড় কিন্তু অব্যর্থ নয়। আপনার করা আবেদন আইন অনুযায়ী ছাড়ের আওতায় থাকলেও, যদি দেখা যায় যে আপনি যে তথ্য চাইছেন তা প্রকাশ হলে জনকল্যাণ হবে, তাহলে সেই তথ্য প্রকাশ করা যাবে। এটা সবধরনের ছাড় পাওয়া তথ্যের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মনে রাখবেন একজন লোকসভার বা বিধানসভার সদস্য যেসব তথ্য পেতে পারেন, সেসব তথ্য আপনিও পেতে পারেন।

এই আইন অনুযায়ী, যে তথ্য লোকসভা বা বিধানসভায় পেশ হতে পারে, তা কখনোই আপনার পেতে বাধা নেই। কোনো তথ্যের উপর নিষেধাজ্ঞা থাকলে, যদি সেটি লোকসভা বা বিধানসভা পায় তবে তা আপনাকেও দেওয়া যেতে পারে।

এই আইনে বলা হয়েছে সব গোপনীয় তথ্যের উপরই অনন্তকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকতে পারে না। কখনও কখনও একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে কোনো একটি গোপনীয় তথ্যের প্রকাশে কোনো রকম ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। যেমন, আজকের জাতীয় অর্থনীতি সম্পর্কিত যে কোন তথ্য আজ থেকে ১০-১২ বছর পর সংবেদনশীল নাও থাকতে পারে। সেই কারনেই এই আইন ২০ বছর পর যে কোন তথ্য জানার অধিকার দেয়।

ত্রিপুরা সরকারের সেহামুল নম্বর ৩ (১৯)-GA(AR)/2005 তারিখ ২৭শে সেপ্টেম্বর ২০০৫ অনুসারে ত্রিপুরা সরকারের সমগ্র আরক্ষা দপ্তর এবং এর Forensic Science Laboratory, তথ্য জানার অধিকার আইন, ২০০৫ - এর আওতায় আসবেনা [২৮ ৮] ।

তবে এটি এই শর্তসাপেক্ষে যে, দুর্নীতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্য এই উপধারাতে বাদ দেওয়া যাবেনা। আরও শর্তসাপেক্ষ যে মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত তথ্যের

জন্য আবেদনের ক্ষেত্রে ঐ তথ্য কেবলমাত্র রাজ্য তথ্য কমিশনের অনুমোদন ক্রমেই দেওয়া যাবে এবং তথ্য আবেদন প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে দেওয়া হবে। এই ক্ষেত্রে তথ্য কমিশন যদি দেখে ওই সব দপ্তরের কোনো কাজে অনাচার, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি ঘটনা বিষয়ক তথ্য চাওয়া হয়েছে, তাহলে কমিশন সেগুলিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং দপ্তরগুলিকে তথ্য দিতে বাধ্য করতে পারে।

কয়েকটি সংস্থাকে তথ্যের অধিকার আইনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছে

কোন কোন সংস্থাকে আইনের বাইরে রাখা হয়েছে, যেমন -

IB, RAW, Directorate of Revenue Intelligence, Central Economic Intelligence Bureau, Enforcement Directorate, Narcortics Control Bureau, Aviention Research Centre, Special Frontier Force, BSF, CRPF, ITBP, CISF, NSG, Special Branch of Andaman and Nicobar Islands, CID Crime Branch of Dadra Nagar Haveli and Special Branch of Lakshwadip Police.

কিন্তু মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এমন কোন তথ্য থাকলে, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে এইসব দপ্তরের কোন কোন তথ্য ও দেওয়া যেতে পারে।

ত্রিপুরা রাজ্য তথ্য কমিশন

তথ্যের অধিকার আইনে সুস্পষ্ট করে দেওয়া আছে যে কেন্দ্রিয় সরকার ও সব রাজ্য সরকার একটি করে স্বাধীন ও স্বশাসিত তথ্য কমিশন গঠন করবে এবং তথ্য কমিশন তথ্যের অধিকার আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করবে। কেন্দ্রিয় সরকার ও সমস্ত রাজ্য সরকারই তথ্য কমিশন সংগঠনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন করেছে। তথ্যের অধিকার আইন সঠিকভাবে প্রয়োগের জন্য এবং সাধারন মানুষের হাতে সরকারি তথ্য তুলে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিশনকে কাজ করে যেতে হয়। তবে নির্দিষ্টভাবে যে কাজগুলি করতে হয় তা হল:

অভিযোগ ও আপীল গ্রহন করা : তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী যে কোনো নাগরিকেরই অধিকার রয়েছে তথ্য না পেলে কমিশনে তথ্যের জন্য আপীল করার অথবা অভিযোগ দায়ের করার। নাগরিকের আপীল ও অভিযোগ খতিয়ে দেখতে এবং তথ্য আধিকারিক যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেই সিদ্ধান্ত ঠিক না কি ভুল বিবেচনা করতে, এমনকি অপ্রকাশযোগ্য তথ্য ও দেবার জন্য বিবেচনা করার ক্ষমতা এই আইন কমিশনকে দিয়েছে। সরকার ও জন কর্তৃপক্ষ যাতে তথ্যের অধিকার আইন মেনে কাজ করেন, সেটা দেখার জন্যও তথ্য কমিশনকে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষমতাগুলো হল, তথ্য দেওয়ার জন্য নির্দেশ, জন তথ্য আধিকারিকদের নিয়োগ, তথ্য রাখার পদ্ধতির উন্নয়ন, দোষীদের ক্ষতিপূরণ ও জরিমানা করার ক্ষমতা ইত্যাদি ।

কাজ ও তদারকি : প্রতি বছর শেষে তথ্য কমিশন বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরী করবে এবং তা বিধানসভায় পেশ হবে। এই প্রতিবেদনে এক বছরের কাজ পদ্ধতি, আপিলের তালিকা কাজ নিয়ে মন্তব্য ও নতুন

ভাবনা ইত্যাদি পরপর লিপিবদ্ধ করা হবে। কমিশনের আওতায় থাকা সমস্ত জন কর্তৃপক্ষ এবং তাঁদের তথ্য আইন অনুসারে কাজকর্মের পর্যালোচনা -ভিত্তিক তথ্যের মাধ্যমে প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়।

বিশেষ মানবাধিকার বিষয়ক দিক : নির্দিষ্ট কিছু গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বিষয়ক দফতর এই আইনের আওতার বাইরে। কিন্তু যদি এমন অবস্থা তৈরি হয় যে, ওইসব দফতরের কোনো কাজে অনাচার, দুর্নীতি, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদি ঘটনা বিষয়ক তথ্য চাওয়া হয়েছে, তাহলে কমিশন সেগুলিতেও হস্তক্ষেপ করতে পারে এবং দপ্তরগুলোকে তথ্য দিতে বাধ্য করতে পারে। এক কথায় তথ্যের অধিকার আইনের সঠিক প্রয়োগ করা কমিশনের দায়িত্ব।

তথ্য আধিকারিকের কাছে থেকে তথ্য না পেলে, সেই সংস্থার প্রথম আপীল আধিকারিকের কাছে আবেদন করতে পারেন। আপীল আধিকারিক আপনার ও তথ্য আধিকারিকের বক্তব্য শোনার পর তাঁর সিদ্ধান্ত দেবেন। যদি আপীল আধিকারিকের সিদ্ধান্তে আপনি সন্তুষ্ট না হন, তাহলে ত্রিপুরা তথ্য কমিশনের কাছে দ্বিতীয় আপীল করতে পারেন।

আপনাকে লিখিতভাবে দ্বিতীয় আপীলটি রাজ্য তথ্য কমিশনে পাঠাতে হবে। আপনার আপীলের পক্ষে প্রামাণ্য কাগজপত্র যেমন তথ্য আধিকারিক বা আপীল আধিকারিকের নির্দেশ বা সিদ্বান্তের নোটিশ যার বিরূদ্ধে আপনি কমিশনে আপীল করছেন এবং পাশাপাশি অন্য নথি যা আপনার আপীলটিকে যুক্তিসম্মত বলে প্রমাণ করতে পারে, সেগুলোর কপিতে নিজে সই করে জমা দিন।

তথ্য কমিশন এই আইন মোতাবেক আপীলের নির্দিষ্ট নিয়মকানুন মেনে চলে। কমিশনের **কাছে** লিখিত **আবেদন** ও প্রমাণ সরেজমিনে দেখা ও জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষমতাও কমিশনের আছে। পাশাপাশি আপীল কর্তৃপক্ষ ও তথ্য আধিকারিকের বয়ান শোনা ও আপনার সঙ্গে কথা বলাও কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে। এক্ষেত্রে তৃতীয় কোনো পক্ষ যুক্ত থাকলে তাকেও উপস্থিত থাকতে হয় ।

ত্রিপুরা তথ্য কমিশনের দায়িত্ব

তথ্য না পাওয়ার কারণে যদি আপনি কোনো আপীল করেন, সেক্ষেত্রে আপীলের শুনানির সময় যে তথ্য আধিকারিক বা তৃতীয় পক্ষ আপনাকে তথ্য দেননি তাকেই প্রমাণ করতে হবে যে, তথ্যটি গোপন রাখা যুক্তিসম্মত। বাস্তবে আপনি কোনো তথ্য চেয়ে না পেলে আপনাকে শুধু কমিশনে আপীল করতে হবে। এরপর কমিশনের দায়িত্ব হল অভিযুক্ত আধিকারিকদের জেরা করা এবং ওই নির্দিষ্ট আধিকারিকের দায়িত্ব হল ওই জেরায় প্রমাণ করা যে তিনি যে তথ্য দেননি তা সত্যিই এই আইন অনুযায়ী গোপনীয় তথ্য এবং এটা প্রকাশ করায় আইন অনুসারে বাধা আছে। এরপর কমিশন শুনানির পর যদি তথ্যটির গোপনীয়তার স্বপক্ষে রায় দেন, তখনই আপনি হাইকোর্টে বা পরে সুপ্রীম কোর্টে ওই রায়ের বিরূদ্ধে মামলা করতে পারেন এবং সেখানে আপনাকে তথ্যটি প্রকাশের স্বপক্ষে যুক্তি দিতে হবে।

তথ্য কমিশনে আপীলের প্রক্রিয়াটি কোর্টের মতো খুব জটিল নয়। আপনাকে কোনো আইনজ্ঞ বা উকিলও আনতে হবেনা। খুবই স্বাভাবিকভাবে আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই ব্যাপারটির নিষ্পত্তি হয়। **তথ্যের অধিকার আইন অনুযায়ী কমিশনের পুরোপুরি একটি দেওয়ানী কোর্টের মতো ক্ষমতা আছে। তবে যেভাবে এই আইনটি বর্ণিত হয়েছে তাতে জথস্বার্থের বিষয়টি মাথায় রেখে কমিশন কখনোই কোর্টর আনুষ্ঠানিকতা অনুযায়ী তার কাজকর্ম চালায় না।** এমনকি, আপীল ও অভিযোগের প্রক্রিয়ায় আপনি আস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করলে তথ্য কমিশনকে সেকথা জানাতে পারেন ও আপনার সুবিধামত কারোর সাহায্য নিতে পারেন। তথ্য কমিশন যতবেশি সম্ভব তথ্য প্রকাশের সপক্ষেই গঠিত হয়েছে। আর তাই কমিশনার বা কমিশনের কর্মীরা সঠিক তথ্য প্রকাশের স্বার্থে আপনার হয়েই সওয়াল করবেন বা আপনাকে সাহায্য করবেন।

তথ্যের অধিকার আইন মোতাবিক দ্বিতীয় আপীল নিস্পত্তির কোনো সময়সীমা ধার্য করেনি, তবুও প্রথম আপীলের ক্ষেত্রে যেমন ৩০-৪৫ দিন সময় দেওয়া হয়েছে, সেরকমই দ্বিতীয় আপীলের নিষ্পত্তির ক্ষেত্রেও ত্রিপুরা তথ্য কমিশন ৪৫ দিনের সময়সীমার মধ্যে আপীল নিষ্পত্তির সীমা নির্ধারন করেছেন। তথ্য কমিশন থেকে আপীলকারী এবং তথ্য আধিকারিককে জারি নোটিশ ও সমন পৌছানো ও প্রাপ্তিস্বীকার এর জন্যই অনেকটা সময় রাখতে হয়েছে বলেই ৪৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তথ্য কমিশনে উভয়পক্ষকে নিজ নিজ পক্ষ সমর্থনের সপক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য ডাকা হবে এবং সমস্ত তথ্য, আবেদন ও উত্তর পর্য্যালোচনা করে এবং উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে যদি তথ্য কমিশন মনে করেন যে, আপনার আবেদন যুক্তিসম্মত, তবে তথ্য কমিশনের আদেশে নির্দিষ্টভাবে তা লিখে দেওয়া হবে এবং কোনো শুল্ক ছাড়াই আপনি সেদিনই কমিশনের আদেশের কপি পেয়ে যাবেন। কমিশন তার ক্ষমতা অনুযায়ী :

- সরকারি সংস্থাটিকে এই আইন অনুযায়ী যা করার কথা সেসব কাজগুলো করতে বলবেন;
- সেই জন কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে বলবেন;
- জন তথ্য আধিকারিক ও তথ্য প্রদানে জড়িত অন্যান্য আধিকারিক, যারা আইনটি লঙ্ঘন করেছেন, তাদের জরিমানা করবেন।
- কিন্তু যদি কমিশন দেখেন, আপনার আপীল ভিত্তিহীন, তবে সেটি বাতিল হবে।

তথ্য জনার অধিকার আইন অনুযায়ী, তথ্য কমিশনেরর রায়ের বিরুদ্ধে কোর্টে আপিলে নিষেধাজ্ঞা আছে। তবুও সংবিধানের অধিকার অনুযায়ী আপনি হাই কোর্ট অথবা সুপ্রিম কোর্টে যেতেই পারেন।

তথ্য কমিশনে অভিযোগ করা

আপিল কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল, তারপর তথ্য কমিশনের কাছে যাওয়া-এই পন্থা অনুসরণ না করে সরাসরি তথ্য কমিশনের কাছে আইনের ১৮(১) ধারায় আপনি অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। যদি আপনি জন তথ্য আধিকারিকের সিদ্ধান্তে খুশি না হন বা যদি মনে করেন, জন কর্তৃপক্ষ আইনটি মানছেননা, তাহলে আপনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এভাবে আপনি অভিযুক্ত আধিকারিকের জরিমানা ও ক্ষতিপূরণ চাইতে পারেন। আপিল আধিকারিকের এবিষয়ে নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা না থাকলেও, এসব ক্ষমতা তথ্য কমিশনের আছে। তথ্য কমিশনের কাছে সরাসরি গেলে, যদিও আপনি আপিল কর্তৃপক্ষকে পাশ কাটাতে পারবেন কিন্তু মনে রাখবেন তথ্য কমিশনার এর এই ব্যাপারে

রায়দানের কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। তবুও ত্রিপুরা তথ্য কমিশন ৪৫ দিনের সময়সীমার মধ্যে অভিযোগের শুনানী সম্পন্ন করে তার সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন। যদি আপনি এই আইন মোতাবেক আপনার প্রার্থিত তথ্য না পেয়ে থাকেন, তখনই আপনার অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। এর কিছু উদাহরন হল:

- তথ্য আধিকারিক নিয়োগ করা হয়নি বলে যদি কোনো দফতর আপনার আবেদন জমা না নেয়, আথবা সহকারী তথ্য আধিকারিক যদি আপনার আবেদন গ্রহন করতে অস্বীকার করেন;
- আপনাকে কোনো তথ্য না দেওয়া হয়;
- নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে আপনি আপনার আবেদনের উত্তর না পেলে;
- আপনার কাছে তথ্যের দাম অযৌক্তিকভাবে অনেক বেশী চাওয়া হলে;
- আপনাকে যে তথ্য দেওয়া হয়েছে তা অসম্পূর্ণ, বিভ্রান্তিকর বা ভুল তথ্য মনে হলে;
- এই আইন অনুযায়ী তথ্য জানতে আপনার অন্য কোনো অসুবিধা হলে।

একমাত্র তথ্য কমিশনের কাছেই আপনি সরাসরি অভিযোগ করতে পারেন। যদি নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে জন তথ্য আধিকারিক তথ্য না দেন, যদি বেশী ফি ধার্য করা হয়েছে বলে আপনার মনে হয়, দারিদ্রসীমার নীচে থাকা সত্বেও ফি দিতে বলা হয়, তথ্য আধিকারিক তথ্য নষ্ট করে ফেলেছেন বলে যদি আপনার মনে হয় বা অন্য আরও কোন কারনে তথ্যের অধিকার আইন লঙ্ঘন হয়েছে বলে মনে হলে, আপনি সোজাসুজি তথ্য আয়োগের দারস্থ হয়ে তথ্য আধিকারিকের সিদ্ধান্তের /এই কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

খুব নির্দিষ্টভাবে তথ্যের অধিকার আইনে উল্লেখ না করা হলেও শেষের পয়েন্টটি ইচ্ছে করেই একটু বড় অর্থে রাখা হয়েছে, যাতে আপনি যে কোনো কারণে তথ্য না পেলে কমিশনের কাছে অভিযোগ দায়ের করতে পারেন। যেমন স্বতঃপ্রনোদিত ঘোষনা [Proactive Disclosure u/s 4(1)(e)], তথ্য আধিকারিক নিয়োগ ইত্যাদি ক্ষেত্রে জন কর্তৃপক্ষ উদ্যোগ না নিলে আপনি কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাতে পারেন।

তথ্য কমিশনের, আপীল বা অভিযোগের বিস্তারিত তদন্ত করা, সরকারি বিভাগ থেকে নথিপত্র চাওয়া ও উভয় পক্ষকে শুনার পর রায় দেওয়ার ক্ষমতা আছে। প্রকৃত পক্ষে তথ্য কমিশনের দেওয়ানী আদালতের সমস্ত ক্ষমতা রয়েছে ও আপিল বা অভিযোগের সম্পূর্ণ তদন্ত করার ক্ষমতা ও আছে। অভিযোগের রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে, তথ্য আইন অনুসারে তথ্য কমিশনের জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।

আপনার অভিযোগটি খতিয়ে দেখে কমিশনের যদি মনে হয় যে অভিযোগটি যুক্তিসম্মত, তবে সংশ্লিষ্ট জন কর্তৃপক্ষকে বা জন তথ্য আধিকারিককে আইনটি মেনে কাজ করার জন্য যা যা প্রয়োজন, কমিশন তার নির্দেশ দেবেন ও জন তথ্য আধিকারিক এবং জনকর্তৃপক্ষকে সেভাবে কাজ করতে বাধ্য করবেন। এক্ষেত্রে উদাহরন হিসেবে বলা যায়, আপনার চাহিদা মতো তথ্য সরবরাহ, জন তথ্য আধিকারিক নিয়োগ, স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিছু তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য নির্দেশ দেওয়ার পাশাপাশি তথ্য কমিশন ক্ষতিপূরণ, দোষী আধিকারিকের শাস্তির ব্যবস্থা ইত্যাদিও করতে পারেন। অপরপক্ষে তদন্তের পর

যদি আপনার আপীল বা অভিযোগ ঠিক নয় বলে প্রমাণিত হয়, তবে কমিশন তা বাতিল করতে পারেন। আপনার আপীল বা অভিযোগ বাতিল হলে আপনি হাইকোর্ট বা সুপ্রিম কোর্টে আপীল করতে পারেন।

একমাত্র তথ্য কমিশনেরই জরিমানা করার ক্ষমতা আছে

কোনো জন তথ্য আধিকারিক আইন ভাঙলে, একমাত্র তথ্য কমিশনেরই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার এবং জরিমানা করার ক্ষমতা রয়েছে। এই জরিমানার হার হল যেদিন থেকে নিয়ম ভাঙ্গা হল, সেদিন থেকে প্রতিদিন ২৫০ টাকা করে সর্বাধিক ২৫,০০০ টাকা। তথ্য কমিশন নিম্নে বর্ণিত পরিস্থিতিতে জরিমানার আদেশ দেবেন, **যখন কোন জন তথ্য আধিকারিক** :

- আবেদনপত্র নিতে অস্বীকার করেন;
- আইনে বলা সময়সীমার মধ্যে তথ্য না দেন;
- উদ্দেশ্য - প্রণোদিতভাবে কোনো আবেদন খারিজ করেন;
- ইচ্ছে করে ভুল, অসম্পূর্ণ ও বিপথে চালনা করার মতো তথ্য দেন;
- চাওয়া তথ্য না দিয়ে নষ্ট করে ফেলেন;
- অন্য যে কোনোভাবে তথ্য দানে বাধা তৈরি করেন ।

জরিমানা করার আগে সেই জন তথ্য আধিকারিককে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ অবশ্যই দেওয়া হবে। তথ্য আধিকারিককে তথ্য কমিশনের সামনে প্রমাণ করতে হবে যে তিনি যুক্তিযুক্ত ও উপযুক্ত কারণেই তথ্য না দেবার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তথ্য কমিশনের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন করণীয় আছে কি ?

তথ্যের অধিকার আইন সুনির্দিষ্টভাবে, এই আইনকে জড়িয়ে কোনো মামলা, আবেদন, বয়ান ইত্যাদি যে কোনো কিছুতে কোর্টের অংশগ্রহনে বাধা দেয়। তবুও মনে রাখতে হবে, যেহেতু এই আইন নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে সমর্থন করে, তাই সংবিধান অনুসারে ২২৬ ধারায় হাইকোর্টেও ৩২ ধারায় সুপ্রিম কোর্টে নাগরিকের মৌলিক অধিকার সম্পর্কিত যে কোনো দিক খতিয়ে দেখার পূর্ণ অধিকার আছে। সুতরাং এই অধিকার বলে আপনিও রাজ্য অথবা কেন্দ্রীয় তথ্য কমিশনের কোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে আপীল করতে পারেন।

তথ্য আবেদনকারীদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা

ভারতবর্ষে অনেক রাজ্যে তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে একটি আবেদনে মাত্র একটি তথ্যই পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ ত্রিপুরাতে তথ্য আবেদনকারীদের সুবিধার জন্য একটি আবেদনপত্রে শুধুমাত্র ১০ টাকার আবেদন ফি জমা দিয়ে, যতগুলো দরকার সবগুলো তথ্যই চেয়ে আবেদন করা যায়। এতে লক্ষ্য করা গেছে যে তথ্য আবেদনকারীরা তাঁদের আবেদনপত্রে অনেক সংখ্যক তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করে থাকেন এবং এতসব তথ্যের অনুরোধ ঠিক ঠাক বুঝে উঠে তথ্য আধিকারিকদের পক্ষে সময়মত সব তথ্য সরবরাহ করা সম্ভব হয় না। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে আবেদনকারী নিজেও সম্পূর্ন পরিস্কারভাবে জানেন না, ঠিক কোন তথ্যটি তাঁর প্রয়োজন। সেজন্য, অনেক কিছু চেয়ে আবেদন করেন, যা এক জায়গায় করা এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে সরবরাহ করা যথেষ্ঠ কষ্ট সাধ্য হয়ে দাঁড়ায়। সে জন্য আপনার প্রয়োজনীয় তথ্য কি, তা সবচাইতে প্রথমে ঠিক করে নিয়ে পরিস্কারভাবে নির্দিষ্ট তথ্য চেয়ে এবং তথ্যের অধিকার আইনের যথাযথ ব্যবহার করে প্রকৃত লাভবান হবার চেষ্টা করুন।

অনেক সময় দেখা যায় তথ্য আবেদনকারীরা কোন সরকারি দপ্তরের মতামতও জানতে চান। কিন্তু তথ্যের অধিকার আইন, ২০০৫ অনুসারে জন তথ্য আধিকারিকরা দপ্তরে যে সব তথ্য রক্ষিত আছে, তা যদি তথ্যের অধিকার আইন অনুসারে দেবার নিয়ম থাকে, তাহলে শুধুমাত্র সেগুলোই সরবরাহ করতে বাধ্য। কোন প্রকার সরকারি মতামত বা ভবিষ্যতের কোন সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা সম্পর্ক তথ্য দিতে তথ্য আধিকারিক বাধ্য নন। যেমন, কোন তথ্য প্রার্থী যদি অর্থ দপ্তরের তথ্য আধিকারিকের কাছে আবেদন করেন যে ত্রিপুরা সরকার কি আগামী অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় হারে বেতন ও ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেবেন, তাহলে সেরকম আবেদনের জবাবে কোন তথ্য দেওয়া হবেনা। কারন ভবিষ্যতের সম্ভাব্য বিষয় সম্পর্কে তথ্য আধিকারিকদের কোন জ্ঞানই থাকার কথা নয় এবং তথ্য আধিকারিকের তাঁর দপ্তরে যে সব রেকর্ড রয়েছে, শুধুমাত্র তার প্রতিলিপি প্রদান করা ছাড়া কোনরূপ তথ্য তৈরী করার ক্ষমতা নেই।

অনেক সময় দেখা যায় আবেদনকারী তথ্য পাবার জন্য উৎসুক নন, বরং তাঁরা তথ্য আইনের প্রয়োগ করে, সরকারি অফিসারদের হেনস্তা করতেই এই আইনের প্রয়োগ করে থাকেন। যেমন, কোন তথ্য প্রার্থীকে যদি দেখা যায় তথ্য আধিকারিকের কাছে থেকে অনেক বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন, এই ধারনা করে যে, আইনে নির্ধারিত ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য আধিকারিক কখনই এত তথ্য একজায়গায় করে তথ্য সরবরাহ করতে পারবেন না। সেইভাবে বিচার করে ৩০ দিনের মাথায় তথ্য প্রার্থী কমিশনের দ্বারস্থ হলেন ও জন তথ্য আধিকারিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে তাঁর শাস্তি দাবি করলেন। কমিশন সমস্ত বিষয় শুনে ও কমিশনে জমা দেওয়া রেকর্ড দেখে, জানতে পারেন যে, তথ্য আধিকারিক আবেদনকারীকে আইনানুসারে টাকা জমা দিয়ে তথ্য নিতে চিঠি দিয়েছেন এবং এই ব্যাপারে সমস্ত প্রমান নিয়ে তিনি কমিশনে হাজির ও হয়েছেন। কিন্তু তথ্য প্রার্থী তাঁকে শুধুমাত্র বিব্রত করার জন্য নানারকম অভিযোগ তুলে কেবলমাত্র তাঁর শাস্তিবিধানের জন্য কমিশনের সামনে বার বার আবেদন রাখছেন। এই ব্যাপারে মনে রাখতে হবে যে তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ একটি বহু আকাঙ্খিত আইন। সেজন্য এর অপব্যয় করে

এই অতিশক্তিশালী ও নাগরিকবান্ধব আইনের অবমাননা করা কোনভাবেই উচিত নয়। তথ্য কমিশন ও আইনের এই অপব্যবহার বরদাস্ত করবেন না।

অনেক ক্ষেত্রে তথ্য আবেদনকারীরা আবেদনপত্রে কিভাবে তথ্য পেতে চান, যেমন স্বয়ং উপস্থিত হয়ে, রেজিষ্টার্ড পোষ্টের বা স্পীড্ পোষ্টের মাধ্যমে বা ই-মেলে তা উল্লেখ করেন না। যার ফলে জন তথ্য আধিকারিকদের নিজেদের সিদ্ধান্ত নিয়ে তথ্য পাঠাতে হয় এবং তথ্য প্রার্থী অসুবিধার সম্মুখীন হন। এই ত্রুটি দূর করার জন্য ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী ২০০৮ এ যে ফর্ম রয়েছে, তথ্য কমিশনের website থেকে তা down load করে সেই ফর্মে আবেদন করলে সমস্ত সম্ভাব্য বিষয়ের উত্তর দেবার ফলে, তথ্য দানে সুবিধা হবে। এই পুস্তিকার পৃষ্ঠা নং ২৮ এ ফর্ম এর নমুনা দেওয়া আছে।

তথ্যের অধিকার আইন অনুসারে আপনার আবেদনক্রমে তথ্য আধিকারিক যে তথ্য আপনাকে প্রদান করবেন, তা উনি স্বাক্ষর করে ও অফিসের মোহর (seal) সহ আপনাকে দেবেন। সরবরাহকৃত তথ্য নেবার আগে আপনি এ ব্যাপারটি নিশ্চিত করে নেবেন।

তথ্য আধিকারিক তথ্য সরবরাহের উদ্দেশ্যে যে চিঠি আপনাকে লিখবেন সেই চিঠির নীচের দিকে এবং বাঁ দিকে, সেই সরকারি বিভাগের প্রথম আপীল আধিকারিকের নাম, পদনাম ও ঠিকানা লিখে দেবেন, যাতে কোনকারনে যদি আপনি প্রাপ্ত তথ্যে সন্তুষ্ট না হন, তা হলে সেই ঠিকানায় আপনি প্রথম আপীল আধিকারিকের নিকট আপিল করতে পারেন।

এই আপীল আপনি তথ্য পাবার ৩০ দিনের মধ্যে করতে পারবেন, অথবা আপনি যে দিন তথ্য আধিকারিকের নিকট তথ্যের আবেদন করলেন, তার থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কোন তথ্য না পেলে, প্রথম আপীল করতে পারেন। প্রথম আপীল আধিকারিকের কাছে আপীলের সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট না হলে, আপনি ৯০ দিনের ভিতর কমিশনে দ্বিতীয় আপীল করতে পারেন।

অনেক আবেদনকারী এমন সব তথ্য চেয়ে আবেদন করেন যা বিভিন্ন দপ্তরে ছড়ানো আছে। এক্ষেত্রে জন তথ্য আধিকারিক, তাঁর দপ্তর সংক্রান্ত তথ্যের আবেদন নিজ দপ্তরে রেখে আবেদনের অন্যান্য অংশ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরে পাঠিয়ে দেবেন। এই কাজ সম্পূর্ণ আইন অনুমোদিত। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, তথ্য আবেদনকারীরা এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষুদ্ধ হয়ে পড়েন। মনে রাখতে হবে, তথ্য আধিকারিক, এই আইন অনুসারে বিভিন্ন দপ্তর থেকে তথ্য একজায়গায় করবেন না, অনেক বড় তথ্য থেকে আপনার চাহিদামত তথ্য আলাদা করে বা শ্রেনীবদ্ধ করে, বা টেবল বানিয়ে কিংবা প্রশ্নোত্তর মডেলে তথ্য খুঁজে খুঁজে আপনাকে উত্তর তৈরী করে দেবেন না। কারন, এতে তথ্য আধিকারিকদের তথ্য তৈরী করার মত পরিস্থিতি হতে পারে, যা করতে তাঁকে এই আইন অনুমতি দেয়নি। এছাড়াও এতে অনেক নুতন তথ্যের সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে, যা প্রকৃত তথ্য থেকে হয়তো ভিন্ন এবং অযথা অনেক সময় ও শ্রম নষ্ট হবে। সেজন্য যে দপ্তরে যে তথ্য আছে, তথ্য আধিকারিক সেই দপ্তরে আপনার আবেদনের সেই অংশ পাঠিয়ে দিয়ে সংশ্লিষ্ট তথ্য আধিকারিককে সেই সেই তথ্য প্রদান করার আবেদন রাখবেন। আপনিও সংশ্লিষ্ট তথ্য আধিকারিকদের দপ্তরে যোগাযোগ করার জন্য সুযোগ পাবেন, কেননা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আপনার আবেদনের প্রতিলিপি পাঠানোর সাথে সাথে তথ্য আধিকারিক আপনাকেও প্রতিটি চিঠির প্রতিলিপি পাঠাবেন।

কিভাবে তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ আপনার উপকারে আসতে পারে

তথ্যের অধিকার আইনের প্রয়োগে আবেদনকারী কোন সরকারি, আধা সরকারি বা সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে পরিসেবা পাবেন না, কিন্তু প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে তাঁর বহুকাঙ্খিত বা দীর্ঘ প্রতীক্ষিত প্রাপ্য তথ্য পেয়ে যাবেন। আপনি হয়তো রেশন কার্ড, বৈদ্যুতিক সংযোগ, পানীয় জলের সংযোগ বা অন্য যে কোন পরিসেবার জন্য সরকারি নিয়ম মেনেই আবেদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে উত্তর না পেলে, আপনি এই আইনের প্রয়োগ করে, আপনার আবেদনটি কোথায় আছে, এই ব্যাপারে আপনার স্বপক্ষে সিদ্ধান্ত পেতে আর কি কি আপনার করণীয় বা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী কত দিনের মধ্যে এর সিদ্ধান্ত আসার কথা এবং এ জাতীয় আরো অনেক তথ্য চাইতে পারেন। ত্রিপুরা রাজ্যে এই মুহূর্তে ১৯টি কল্যানকারী প্রকল্প (welfare schemes) পিছিয়ে পড়া কিংবা পূর্বে অবহেলিত সাধারন দরিদ্রশ্রেনীর মানুষের মঙ্গলের জন্য বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এই সব প্রকল্পের আওতাভূক্ত হবার যোগ্য হলে আপনিও আবেদন করতে পারেন এবং আবেদনের পরে আপনাকে প্রকল্পভূক্ত না করলে, আবেদনের নির্দিষ্ট সময়ের পর, তথ্যের অধিকার আইন প্রয়োগ করে, আবেদনের বর্তমান পরিস্থিতি জানতে পারেন। এইভাবে এই আইনের প্রয়োগের ফলে, আপনার পড়ে থাকা আবেদনের উপর দৃষ্টিপাত ও হতে পারে এবং আপনি পরিষেবা পেতেও সমর্থ হবেন। এই রাজ্যে যদিও উপঢৌকন দিয়ে সরকারি কাজ করাবার সংস্কৃতি নেই, তবুও সরকারি অফিসে কিছু কিছু আধিকারিকের অবহেলার কারনে কখনো কখনো নাগরিকদের অনেক আবেদন অযথা পড়ে থাকতে দেখা যায়। এই আইনের প্রয়োগ সেজন্য এসকল বিভাগকে সতর্ক রাখবে ও সময়োপযোগী সরকারি পরিষেবা থেকে আপনি কখনও অযথা বঞ্চিত হবেন না।

এই আইন বিভিন্ন ক্ষেত্রে তথ্যে সমৃদ্ধ নাগরিকদের বিভিন্ন প্রকল্প পর্যবেক্ষনে বা social auditing এ সমর্থ করে ও দুর্নীতিপ্রবনতা রোধ করে। এছাড়াও এর প্রয়োগের ফলে,

- সরকারি বিভাগকে নাগরিকদের প্রতি দায়বদ্ধ করে।
- তথ্যে সমৃদ্ধ নাগরিক তৈরী করে, জনগনকে শক্তিশালী ও ক্ষমতা সম্পন্ন করে।
- প্রশাসনে স্বচ্ছতা এনে নাগরিকদের সরকারের কর্মসূচী রুপায়নে যুক্ত করে।

তথ্য জানার অধিকার আইন ২০০৫ অনুযায়ী আপনি সাদা কাগজে নিজের নাম, ঠিকানা বি.পি.এল. ভুক্ত কিনা কিভাবে তথ্য পেতে চান ও কি কি তথ্য পেতে চান পরিষ্কারভাবে লিখে আবেদন করতে পারেন। তথ্য প্রার্থীর সুবিধার জন্য ত্রিপুরা তথ্যের অধিকার নিয়মাবলী ২০০৮ এর রুল ৮ এর অন্তর্গত ফর্ম নং ৩ তৈরী করা হয়েছে। কিন্তু ফর্ম না থাকলে সাদা কাগজে আবেদন করলেও তা গ্রাহ্য হবে।

এই আইন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে ত্রিপুরা তথ্য কমিশনের website www.rtritripura.nic.in তে নজর রাখুন ।

উপসংহার

তথ্যের অধিকার আইন ২০০৫ দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল। এর যথাযথ ব্যবহার করে প্রত্যেকেরই বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে লাভবান হবার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় শুধুমাত্র সরকারের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত আধিকারীক ও কর্মচারীরা, যাঁরা এমনিতেই সরকারি চাকুরির সুবাদে সরকারের তথ্যের কাছাকাছি রয়েছেন, কেবল তাঁরাই এর ব্যবহার করে নিজেদের চাকুরী সম্পর্কিত সুবিধা পেয়ে থাকেন । এটা ভাল লক্ষন যে তাঁরা লাভবান হতে পারছেন। আবার অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, এই আইনটি ব্যবহার করে তাঁরা তাদের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষদের কিছু অসুবিধায় ফেলার উদ্দেশ্যে পূরানো, খুব বেশী বিস্তৃত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন, যাতে তাঁদেরও কোন লাভ হয় না এবং অযথা সময় ও অর্থ নষ্ট ছাড়াও বিভাগের অন্যান্য জরুরী কাজের গতি নষ্ট হয়ে যায়। আমাদের দেশের অনেক রাজ্যেই একটি আবেদন পত্রে কেবলমাত্র একটি তথ্য ই চাওয়া যায়। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যে একটি আবেদন পত্রে যত খুশী সংক্ষক তথ্য চেয়ে মাত্র ১০ টাকার বাধ্যতামুলক ফিস্ জমা দিয়ে আবেদন করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই এই সুযোগের অপব্যবহার করে একটি আবেদন পত্রে অনেক তথ্য চেয়ে এবং অনেক বিস্তৃত তথ্য চেয়ে বিভিন্ন সরকারি বিভাগকে তটস্থ করে রাখা উচিত নয়। এতে নিজেদেরও কোন উপকার হয় না এবং বিভাগের আধিকারিকদেরও বিব্রত করা হয়। এইভাবে এত শক্তিশালী এক জনহিতকর আইনের অপব্যয় করার চেষ্টা কখনই করা উচিত নয়।

সরাকারি বিভাগগুলির তরফে এর অন্য কুফল হল, অতিবিস্তৃত, পূরানো এবং অধিক সংখ্যক তথ্য একজায়গায় করতে গিয়ে বিভাগীয় আধিকারিকরা আইনে নির্দিষ্ট ৩০ দিনের সময়সীমার মধ্যে তথ্য দিতে সক্ষম হন না। ফলে আবেদনকারী আইনের ৭(৬) ধারা অনুসরন করে প্রতিপৃষ্ঠা ২ টাকা হিসাবে যে সামান্য স্টেশনারী ব্যবহরের শুল্ক সরকারি বিভাগকে দেবার কথা, সেটা থেকেও অব্যাহতি পেয়ে যান। আবার অনেক ক্ষেত্রে তথ্য আধিকারীক, প্রথম থেকে তথ্য প্রদানে সচেষ্ট থাকেন না এবং ৩০ দিনের আইনে নির্ধারিত সময় পার হবার পর, প্রথম আপীল আধিকারীকের কাছে আবেদনের পর তথ্য দিয়ে থাকেন। ফলে সরকারি বিভাগগুলিতে প্রতিলিপি প্রস্তুত করা বাবদ কোন খরচ তথ্য প্রার্থীকে দপ্তরে জমা দিতে হয়না ও অনেক তথ্যের প্রতিলিপি বিনা শুল্কে দিতে গিয়ে দপ্তরগুলি অনেক অর্থ অপচয় হয়।

তথ্যের আবেদনে ও তথ্য সম্বলিত দলিল/দস্তাবেজের প্রতিলিপি বা অন্যভাবে তথ্য পেতে দরিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী নাগরিকদের কোন ফিস বা শুল্ক জমা দিতে হয় না। কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া নাগরিকদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে সরকারের এই মহৎ পদক্ষেপ সার্থক হতে পারেনা, যখন কোন আবেদনকারি বি.পি.এল অন্তর্ভুক্ত না হয়েও বি.পি.এল অন্তর্ভুক্ত নাগরিক মারফৎ তথ্যের আবেদন পত্রটি জমা করিয়ে থাকেন।

এই সব ব্যাতিক্রম অতিক্রম করে, বিভিন্ন নাগরিক সংস্থা এই আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি প্রকল্পের পরিকল্পনা অনুযায়ী রূপায়নের পর্যবেক্ষন করে এক সদর্থক ভূমিকা পালন করতে পারেন, যা প্রকৃতই social auditing এর রূপ নিতে পারে।

তথ্যের আবেদন আইনের সাহায্যে বিভিন্ন নির্মানকাজে ব্যবহার করার জন্য যে সব সামগ্রীর মঞ্জুরী সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ করে থাকেন, তার নমুনা সংগ্রহ করে, বাস্তব পরিস্থিতির পর্যালোচনা করে, নাগরিক সংস্থা প্রকল্পের সুষ্ঠু রুপায়ণে সরকারকে সাহায্য করতে পারেন ।

সাধারন নাগরিকদের কথা বিশেষভাবে-চিন্তা করে, তথ্যের অধিকার আইনের রূপরেখা তৈরী হয়েছিল। কিন্তু দেশের সব জাগাতেই এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যেও দেখা যায় সাধারন নাগরিক, যারা গ্রামাঞ্চলে কিংবা শহর থেকে দূরে পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাস করেন, তাঁরা এই আইনের প্রয়োগ করে এর সুফল নিতে এগিয়ে আসছেন না।

সম্প্রতি ত্রিপুরা তথ্য আয়োগ, এই ব্যাপারে একটি সমীক্ষা করে, গ্রামীন ও দূর অঞ্চলের নাগরিকরা কেন এই আইনের প্রয়োগের মাধ্যমে আইনের সুফল আদায় করছেন না, তার কারন জানতে চেষ্টা করেছেন। দেখা গেল প্রায় ৮০% মানুষ বলেছেন, যে সব পরিসেবা তাঁদের পাওয়া উচিত, তার সব কিছুই তাঁরা গ্রামপঞ্চায়েত এর মারফত যোগাযোগ করে কিংবা স্থানীয় স্তরে যে অসংখ্য সংস্থা কিংবা আধিকারিক ও রাজনৈতিক নেতারা রয়েছেন, তাঁদের সাহায্যে পেয়ে থাকেন। যেহেতু পরিসেবাই অনায়াসলব্ধ, সেজন্য তথ্যের অধিকার আইন প্রয়োগ করার তাঁদের এখন ও প্রয়োজন হয়নি। এটি নিঃসন্দেহে একটি উৎসাহ ব্যাঞ্চক পরিস্থিতি, যা ভবিষ্যতে রাজ্য সরকারকে জনকল্যাণকারী প্রকল্প গ্রহনে আরও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে সাহায্য করবে।

ফর্ম নং ৩

প্রতি

জন তথ্য আধিকারিক/ সহায়ক জন তথ্য আধিকারিক বিভাগ / যে জন কর্তৃপক্ষের তথ্য জানতে চাওয়ার আবেদন তার নাম

১। আবেদনকারীর নাম :-

২। যোগাযোগের ঠিকানা (ফোন নম্বর সহ) :-

৩। ভারতীয় নাগরিক কিনা :-

৪। দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী কিনা যদি হ্যাঁ হয়, তবে প্রামাণ্য তথ্য :-

৫। জ্ঞাতব্য তথ্যের পূর্ণ বিবরণ :-

৬। কী উপায়ে তথ্য পেতে চান :-

৭। প্রদত্ত ফি এবং অতিরিক্ত অগ্রিম ফি প্রদানের বিবরণ :-

৮। দরখাস্তের তারিখ :-

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

ফর্ম নং ২৪

প্রথম আপিলের স্মারকলিপি

(নিয়মবিধির ২০(১) নং ধারা দেখুন

(নাম, পদনাম ও কর্তৃপক্ষের ঠিকানা)

আপিল নং ----------২০ ----------
এ বি (আপিলকারির পরিচয় ও ঠিকানা)

আপিলকারি----------

বনাম

সি ডি (বিবাদীপক্ষের পরিচয় ও ঠিকানা)

বিবাদীপক্ষ----------

ই ফ (তৃতীয় পক্ষের পরিচয় ও ঠিকানা-যদি তৃতীয় পক্ষ থাকে)

তৃতীয় পক্ষ ----------

আবেদনের নং ----------তারিখ----------যার পরিপ্রেক্ষিতে নির্দিষ্ট অর্ডারটির বিরুদ্ধে আপিল করা হয়েছে এবং নির্দিষ্ট

----------এসপিআইও -র বনাম এবং তথ্য সরবরাহ সম্পর্কে তাঁর কী আপত্তি ছিল ----------
কী সুরাহা চাওয়া হয়েছে :

(আপিলকারীর স্বাক্ষর)

ফর্ম নং ২৭

ত্রিপুরা তথ্য কমিশনে পেশ করা দ্বিতীয় আপিলের স্মারকলিপি

(নিয়মবিধির ২১(১) নং ধারা দেখুন

মুখ্য তথ্য কমিশনারের সমক্ষে
ত্রিপুরা তথ্য কমিশন
পি ন কমপ্লেক্স, গোর্খা বস্তি : আগরতলা

আপিল নং, টিআইসি----------২০ ----------
এ বি (আপিলকারির পরিচয় ও ঠিকানা)

আপিলকারি----------

বনাম

সি ডি (বিবাদীপক্ষের পরিচয় ও ঠিকানা)
বিবাদীপক্ষ----------

ই ফ (তৃতীয় পক্ষের পরিচয় ও ঠিকানা - যদি তৃতীয় পক্ষ থাকে)

তৃতীয় পক্ষ ----------

উপরোক্ত (দ্বিতীয় আপিল, ----------আপিল কর্তৃপক্ষের আপিল নং ----------

তারিখের ---------- এর রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত আপত্তির কারনে দায়ের করা হল।

কি সুরাহা চাওয়া হয়েছে :

(আপিলকারীর স্বাক্ষর)

“As a rule, he or she who has the most information will have the greatest success in life”.

-- *Benjamin Disraeli*

“সাফল্যের নিয়মই হল - যে সবচাইতে বেশী তথ্যের অধিকারী হতে পারবে, জীবনে সে-ই সবচাইতে বেশী সফল হবে।”

-- বেঞ্জামিন্ ডিস্‌রেলী।

ত্রিপুরা তথ্য **আয়োগ, পন্ডিত নেহরু** কমপ্লেক্স, গোর্খা বস্তি: আগরতলা **-৭৯৯০০৬**
দূরভাষ - ০৩৮১ - ২৩২ ৬৫৬১/২৩১ ৮০২১ ফ্যাক্স - ০৩৮১ - ২৩১ ৮০২১
website (www.rtitripura.gov.in).